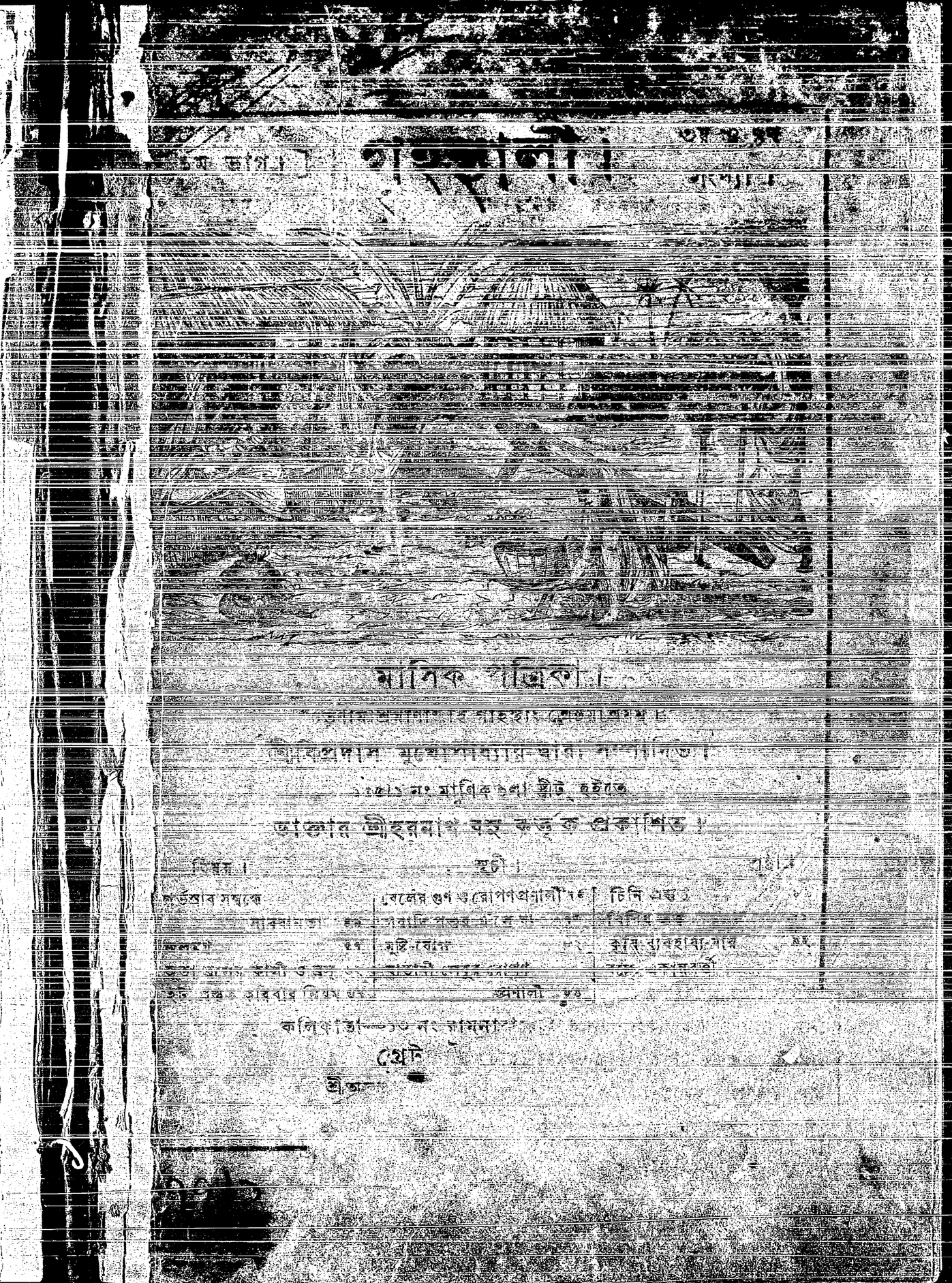

মাসিক পত্রিকা।

"তেষামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।"

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত।

১৫৫।১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে

ডাক্তার শ্রীহরনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।	সূচী।	পৃষ্ঠা।
গর্ভস্রাব সম্বন্ধে	বেলের গুণ ও রোপণপ্রণালী ৭৫	চিনি প্রস্তুত
সাবধানতা ৬৯	[illegible]	[illegible]
[illegible] ৬৭	মুষ্টি-যোগ ৮২	কৃষি-ব্যবহার্য্য-সার ৯২
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] প্রস্তুত করিবার নিয়ম ৬৯	[illegible]	

কলিকাতা—১৩ নং রামনাথ [illegible]

গ্রেট [illegible]

শ্রীঅ[illegible]

বিশেষ কথা।

যে সকল গ্রাহকগণ এক সংখ্যা গৃহস্থালী প্রাপ্ত হইলে মূল্য প্রেরণ করিবেন লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে আগামী মাস হইতে কাহারও নিকট গৃহস্থালী প্রেরিত হইবে না। সাধারণের সুবিধার জন্য গৃহস্থালীর মূল্য অত্যন্ত শস্তা করা হইয়াছে। অতএব অগ্রিম মূল্য বা চাঁদা উপযুক্ত সময়ে প্রেরণ করিয়া গ্রাহকগণ আমাদের কার্য্যের সুবিধা বিধান করেন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীরাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
ম্যানেজার।

গৃহস্থালীর নিয়মাবলী।

গৃহস্থালীর চাঁদা ডাকমাশুল সমেত সহর ও মফঃস্বলের জন্য বার্ষিক ১।০ আনা ধার্য্য হইল। এই পত্রিকাতেই গ্রাহকগণের প্রদত্ত মূল্য-প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে।

গৃহস্থালীর উপযোগী প্রবন্ধাদি কেহ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা আদরের সহিত গৃহীত ও মুদ্রিত হইয়া থাকে।

আমার বিনা অনুমতিতে যদি কেহ গৃহস্থালীর কোন প্রবন্ধ পুস্তকাদিতে প্রকাশ করেন, তবে তিনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

গৃহস্থালীর মূল্য বা চাঁদা টিকিট না পাঠাইয়া কলিকাতা পোষ্ট আফিসে আমার নামে মণিঅর্ডার কিম্বা পোষ্টেল-নোট পাঠাইবেন। টিকিট পাঠাইলে ফিঃ টাকায় এক আনা হিসাবে স্বতন্ত্র কমিসন দিতে হইবে।

গৃহস্থালী সম্বন্ধে যাবতীয় পত্রাদি আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইবে।

[illegible] প্রবন্ধলেখকগণ স্ব স্ব লিখিত পত্র ও প্রস্তাব এবং নাম [illegible] লিখিবেন।

[illegible]লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
ম্যানেজার।

সর্ব্বদা উপকার করিতে বঞ্চিত করে না। কৃষি-কার্য্য যদিও অত্যন্ত পরিশ্রম-জনক কিন্তু সকল প্রকার চাষ আবাদে যে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহা এদেশের অনেকেই বিশেষরূপ অবগত আছেন। আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, পল্লীগ্রামের অনেক ভদ্র-কুল-কামিনীরা স্ব স্ব বাড়ীতে দুই একটী শিম, বেগুন, [illegible] প্রভৃতির গাছ রোপণ করিয়া প্রচুর ফল লাভ করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র যে, ফল লাভ করিয়া নিরস্ত থাকেন, তাহাও নহে; প্রতিবেশীদিগকে উহা স্বহস্তে বিতরণ করিয়াও নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করিতে বঞ্চিত হয়েন না। পরমেশ্বর আমাদিগকে আর কোন বিষয় সুলীকরণ বা নাই, করুন কিন্তু ভূমির এরূপ প্রজনন শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, সামান্য যত্নে প্রচুর ফল ও শস্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আজকাল অধিকাংশ গৃহস্থগণকেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা স্ব স্ব আবাস সংলগ্ন ভূমিখণ্ড ফেলিয়া রাখেন, অথচ নিত্য ব্যবহার্য্য শাক সবজির জন্য বাজারের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি গৃহস্থালীতে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য চাষ আবাদের যে সকল সহজ সহজ উপায় প্রকাশিত হইবে, সেই সকল বিষয় পাঠ করিয়া গৃহস্থগণ নিত্য ব্যবহার্য্য শাক সবজির চাষে কৃতকার্য্যতা লাভ করতঃ আর যেন বাজারের মুখ অপেক্ষা না করেন।

গর্ভস্রাব সম্বন্ধে সাবধানতা।

গর্ভাবস্থায় যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে গর্ভিণী স্বচ্ছন্দে প্রসব করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক স্থানেই যে গর্ভিণী এবং গৃহস্থগণের অজ্ঞতা বশতঃই গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ যাহাতে গর্ভস্রাব গর্ভিণীকে আক্রমণ করিতে না পারে, এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রত্যেক গর্ভবতীর পক্ষে যে একটী গুরুতর কার্য্য, তাহা মনে রাখা উচিত। এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি

রাখিতে হয়, অর্থাৎ এদেশে যেরূপ সামাজিক ব্যবস্থা এবং যেরূপ অন্ন বয়সে রমণীগণ গর্ভবতী হইয়া থাকেন, তাহাতে কেবলমাত্র তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না। এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থেরই উচিত স্ব স্ব গৃহস্থিতা গর্ভিণীকে সমুচিত নিয়মে রক্ষা করা। যে সকল কারণে গর্ভস্রাব হইবার সম্ভব, সেই সকল কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানিয়া রাখা যে, একটী গুরুতর কর্ত্তব্য তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। গর্ভস্রাব ঘটিলে গর্ভস্থ ভাবী সন্তান এবং গর্ভবতী উভয়েরই অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। এজন্য যাহাতে গর্ভস্রাব না হয়, তৎপক্ষে বিহিত বিধানে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বিপদ উপস্থিত হইলে নিবারণ চেষ্টা অপেক্ষা অলৌক্যা যাহাতে বিপদ উপস্থিত হইতে না পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখাই বুদ্ধিমানের কায।

বহু দর্শন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ত্রিশ দিনে মাসের দুই শত আশি অর্থাৎ নয়মাস দশদিনের মধ্যেই প্রায় শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। যে সকল কারণে গর্ভস্রাব হইবার সম্ভব, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সকল সময়েই তাহা হইতে পারে। এজন্য গর্ভ সঞ্চার হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত সাবধান থাকা বিধেয়। স্বাভাবিক সময়ের পূর্ব্বে প্রসব হইলে অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চার হইতে চতুর্থ মাসের মধ্যে প্রসূত হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব কহিয়া থাকে। সচরাচর প্রায়ই দেখা যায়, তিন মাসের মধ্যেই অধিকাংশ গর্ভিণীর গর্ভস্রাব ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ তৎকালে ভ্রূণ জরায়ুতে দৃঢ় আবদ্ধ হইতে পারে না। এই সময়ের মধ্যে আবার অনেকের ঋতু হইবার নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলেও এই দুর্ঘটনা হইতে দেখা যায়।

একবার গর্ভস্রাব হইলে দ্বিতীয় বার গর্ভ উপস্থিত কালে অনেক গর্ভবতীকেই আতঙ্ক প্রকাশ করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক অধিকবার গর্ভস্রাব হইলে নানা প্রকার উৎকট পীড়া হইবার সম্ভব। কিন্তু একবার গর্ভস্রাব হইলে বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ মনে করা উচিত নহে, তবে সাবধান থাকিতে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। গর্ভস্রাবের পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ দেখিয়া উহা জানিতে পারা যায়, তাহা এস্থলে লিখিত হইতেছে।

লক্ষণ।—যখন দেখিবে, কোমর হইতে ব্যথা উদরের উপরিভাগে এবং উরুদেশের মধ্যে উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হইতেছে এবং অন্য কোন প্রকার পীড়াদি নাই অথচ শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইতেছে, এই সকল ভাব অথবা ইহার মধ্যে দুই একটী লক্ষণ উপস্থিত হইলেই গর্ভস্রাবের পূর্ব্ব অবস্থা মনে করিতে হইবে। আর যদি প্রসব দ্বার দিয়া সামান্যরূপ শোণিত কিম্বা শোণিত মিশ্রিত ক্লেদ পড়িতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে যদি উদর ও কটিদেশের বেদনা ঘন ঘন বৃদ্ধি হইতে থাকে, আর রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গর্ভস্রাব উপস্থিত মনে করিতে হইবে।

আমাদের দেশের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এরূপ প্রকাশিত যে, এক মাস হইতে তৃতীয় মাসের মধ্যে যদি গর্ভিণীর কোন প্রকার আহার, বিহার দ্বারা গর্ভের ব্যাঘাত জন্মায়, তবে তাহা রক্ষার উপায় অত্যন্ত কঠিন; কারণ সেই সময় গর্ভের কোন অংশই ঘনতা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তরল পদার্থ সামান্য অত্যাচারে অধোগামী হইবার বিশেষ সম্ভব।

পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণের পর যদি প্রসব বেদনার ন্যায় কষ্ট-দায়ক বেদনা, উরু ও কটি দেশের বেদনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং প্রসব দ্বার দিয়া থানা থানা কিম্বা পরিষ্কার রক্ত পড়িতে থাকে, গর্ভিণীর এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেই প্রায় গর্ভস্রাব হইতে দেখা যায়। কখন কখন আবার এরূপও দেখা যায় যে, সন্তান গর্ভে মৃত অবস্থায় অবস্থিতি করে। গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে গর্ভিণীর স্তনদ্বয় সঙ্কুচিত, বর্ণবিভাব, পেট নামন এবং দুর্গন্ধ ক্লেদ সকল নির্গত হইয়া থাকে।

যে সকল কারণে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে, সেই সকল কারণ জানিয়া রাখা অতীব আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় দামাল অর্থাৎ দুরন্ত ছেলে গর্ভিণীর নিকট রাখা উচিত নহে, কারণ অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়াছে, দুরন্ত ছেলের হাত পায়ের আঘাত কিম্বা তাহারা উদরের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াও

রাখিতে হয়, অর্থাৎ এদেশে যেরূপ সামাজিক ব্যবস্থা এবং যেরূপ অল্প বয়সে রমণীগণ গর্ভবতী হইয়া থাকেন, তাহাতে কেবলমাত্র তাহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না। এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থেরই উচিত স্ব স্ব গৃহস্থিতা গর্ভিণীকে সমুচিত নিয়মে রক্ষা করা। যে সকল কারণে গর্ভস্রাব হইবার সম্ভব, সেই সকল কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানিয়া রাখা যে, একটী গুরুতর কর্ত্তব্য তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। গর্ভস্রাব ঘটিলে গর্ভস্থ ভাবী সন্তান এবং গর্ভবতী উভয়েরই অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। এজন্য যাহাতে গর্ভস্রাব না হয়, তৎপক্ষে বিহিত বিধানে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বিপদ উপস্থিত হইলে নিবারণ চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে বিপদ উপস্থিত হইতে না পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখাই বুদ্ধিমানের কায়।

বহু দর্শন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ত্রিশ দিনে মাসের দুই শত আশি অর্থাৎ নয়মাস দশদিনের মধ্যেই প্রায় শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। যে সকল কারণে গর্ভস্রাব হইবার সম্ভব, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সকল সময়েই তাহা হইতে পারে। এজন্য গর্ভ সঞ্চার হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত সাবধান থাকা বিধেয়। স্বাভাবিক সময়ের পূর্ব্বে প্রসব হইলে অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চার হইতে চতুর্থ মাসের মধ্যে প্রসূত হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব কহিয়া থাকে। সচরাচর প্রায়ই দেখা যায়, তিন মাসের মধ্যেই অধিকাংশ গর্ভিণীর গর্ভস্রাব ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ তৎকালে ভ্রূণ জরায়ুতে দৃঢ় আবদ্ধ হইতে পারে না। এই সময়ের মধ্যে আবার অনেকের ঋতু হইবার নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলেও এই দুর্ঘটনা হইতে দেখা যায়।

একবার গর্ভস্রাব হইলে দ্বিতীয় বার গর্ভ উপস্থিত কালে অনেক গর্ভবতীকেই আতঙ্ক প্রকাশ করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক অধিকবার গর্ভস্রাব হইলে নানা প্রকার উৎকট পীড়া হইবার সম্ভব। কিন্তু একবার গর্ভস্রাব হইলে বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ মনে করা উচিত নহে, তবে সাবধান থাকিতে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। গর্ভস্রাবের পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ দেখিয়া উহা জানিতে পারা যায়, তাহা এস্থলে লিখিত হইতেছে।

লক্ষণ।—যখন দেখিবে, কোমর হইতে ব্যথা উদরের উপরিভাগে এবং উরুদেশের মধ্যে উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হইতেছে এবং অন্য কোন প্রকার পীড়াদি নাই অথচ শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইতেছে, এই সকল ভাব অথবা ইহার মধ্যে দুই একটী লক্ষণ উপস্থিত হইলেই গর্ভস্রাবের পূর্ব্ব অবস্থা মনে করিতে হইবে। আর যদি প্রসব দ্বার দিয়া সামান্যরূপ শোণিত কিম্বা শোণিত মিশ্রিত ক্লেদ পড়িতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে যদি উদর ও কটিদেশের বেদনা ঘন ঘন বৃদ্ধি হইতে থাকে, আর রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গর্ভস্রাব উপস্থিত মনে করিতে হইবে।

আমাদের দেশের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এরূপ প্রকাশিত যে, এক মাস হইতে তৃতীয় মাসের মধ্যে যদি গর্ভিণীর কোন প্রকার আহার, বিহার দ্বারা গর্ভের ব্যাঘাত জন্মায়, তবে তাহা রক্ষার উপায় অত্যন্ত কঠিন; কারণ সেই সময় গর্ভের কোন অংশই ঘনতা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তরল পদার্থ সামান্য অত্যাচারে অধোগামী হইবার বিশেষ সম্ভব।

পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণের পর যদি প্রসব বেদনার ন্যায় কষ্ট-দায়ক বেদনা, উরু ও কটি দেশের বেদনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং প্রসব দ্বার দিয়া থানা থানা কিম্বা পরিষ্কার রক্ত পড়িতে থাকে, গর্ভিণীর এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেই প্রায় গর্ভস্রাব হইতে দেখা যায়। কখন কখন আবার এরূপও দেখা যায় যে, সন্তান গর্ভে মৃত অবস্থায় অবস্থিতি করে। গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে গর্ভিণীর স্তনদ্বয় সঙ্কুচিত, বমিরভাব, পেট নামন এবং দুর্গন্ধ ক্লেদ সকল নির্গত হইয়া থাকে।

যে সকল কারণে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে, সেই সকল কারণ জানিয়া রাখা অতীব আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় দামাল অর্থাৎ দুরন্ত ছেলে গর্ভিণীর নিকট রাখা উচিত নহে, কারণ অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়াছে, দুরন্ত ছেলের হাত পায়ের আঘাত কিম্বা তাহারা উদরের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াও

৬ষ্ঠ মাস—শালপাণি, বেড়েলা, সজনার বীজ, গোক্ষুর এবং যষ্টিমধু। পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা।

৭ম মাস—পাণিফল, পদ্মমৃণাল, কিস্‌মিস্‌, কেশুর, যষ্টিমধু এবং চিনি পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা।

৮ম মাস—কতবেল, বেল, ব্যাখুর, পটোল, ইক্ষু, কণ্টিকারী ইহাদিগের মূল সমভাগে লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধে সিদ্ধ করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সেবন করিবে।

৯ম মাস—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী এবং শ্যামালতা। পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা।

১০ম মাস—দশম মাসে যদি প্রসব বেদনা ভিন্ন অন্য প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, তবে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিবে।

শুধু শুঁঠ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ইহার মাত্রা পূর্ব্ববৎ। অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধু এবং দেবদারু ইহারও ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ। ঐ সকলের অভাবে কুশার মূল, কেশের মূল, ভেরেণ্ডার মূল, গোক্ষুরের মূল, চিনির সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা করিবে।

পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে "কৌমার ভৃত্য" নামে যে আয়ুর্ব্বেদের একটী অঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিবাহ কাল হইতে জাত বালকের পঞ্চ বর্ষ অর্থাৎ স্তন্য পান কাল পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা এবং ঔষধাদির বিধান করিয়াছেন, তৎসমুদায় অত্যন্ত উপকারী। এজন্য ঐ সকল বিষয় এবং তদ্‌সঙ্গে ডাক্তারি ব্যবস্থাদি উল্লেখ করিয়া সাধারণের গোচর করিব। গর্ভস্রাব সম্বন্ধে যে সকল গাছ গাছড়ার বিষয় লিখিত হইল, তৎসমুদায় বেনের দোকানে অথবা বেদের নিকট সন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।"

ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের তিনটী অবস্থা বিভাগ করেন; তন্মধ্যে প্রথম অবস্থায় সাবধানতা, দ্বিতীয় অবস্থায় গর্ভ রক্ষার উপায় এবং তৃতীয় অবস্থায় গর্ভস্রাব নিশ্চয় জানিয়া কার্য্য করিতে হইবে। এক্ষণে ঐ তিনটী অবস্থার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য লিখিত হইতেছে।

প্রথমাবস্থা।—এই অবস্থায় গর্ভিণীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। তাদৃশী ক্ষুধা বোধ হয় না, কখন কখন সামান্যরূপ জ্বরবোধ হইতে দেখা যায়, কাহার কাহার মাথা দপ্‌ দপ্‌, শিরঃ পীড়া, চর্ম্ম উষ্ণ, পিপাসা প্রভৃতি ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় গর্ভস্থ ভ্রূণের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না। কটিদেশে ও উরুতে প্রথমে সামান্য বেদনা, পরে উহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে কোন প্রকার শ্রম-জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য; শীতল স্থানে শয়ন করাইয়া লঘু দ্রব্য অর্থাৎ বক্কাদুগ্ধ, সাগু এবং সরবৎ প্রভৃতি আহার দিবে। নিকটে যদি উপযুক্ত চিকিৎসক থাকেন, তবে অবিলম্বে তাঁহাকে আনাইয়া চিকিৎসা করাইবে।

দ্বিতীয় অবস্থা।—প্রথম অবস্থায় রীতিমত চিকিৎসা করাইলে প্রায়ই দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। এই অবস্থায় পরিষ্কার রক্ত অথবা চাপ্‌ চাপ্‌ রক্ত, তীক্ষ্ণ বেদনা উপস্থিত হইয়া প্রসবের পূর্ব্ব ভাব দেখা দেয়। প্রথম অবস্থার ন্যায় এই অবস্থায় গর্ভিণীকে শয়ন করাইয়া চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। পিপাসা বোধ হইলে শীতল জল পান করিতে দিতে পারা যায়।

তৃতীয় অবস্থা।—দ্বিতীয় অবস্থায় উপযুক্ত মত চিকিৎসা করাইয়াও যদি এই অবস্থা উপস্থিত হয় অর্থাৎ ঘন ঘন প্রসব বেদনা ও ক্লেদাদি নির্গত হইতে থাকে, তবে নিবারণ চেষ্টা করা বৃথা। গর্ভস্থ ভ্রূণ নির্গত হইলে প্রসবের পর যেরূপ নিয়মাদি প্রতিপালন করা আবশ্যক, সেইরূপ নিয়মে গর্ভিণীকে সেবা শুশ্রূষা করাইতে হইবে।

যে সকল স্ত্রীগণের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, গর্ভস্রাব সময় উপস্থিত হইলে বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা তাঁহাদিগের পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য। অর্থাৎ প্রথম বারে যে সময়ে গর্ভস্রাব হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ নিয়মিত সময় উপস্থিত হইলে, গর্ভবতীকে কোন প্রকার শ্রম-জনক কার্য্য আদৌ করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাঁহাকে সর্ব্বদাই কোমল শয্যায় শয়ন করিতে দিতে হয়। অনেক চিকিৎসকের মতে সেই সময়

কোমল শয্যায় শয়নই প্রধান ঔষধ। বিশেষতঃ এই সময় স্বামী সহবাস সর্ব্বোতো ভাবে নিষিদ্ধ। সর্ব্বদা শারীরিক ও মানসিক চিন্তা হইতে বিরত থাকা আবশ্যক। শীতল জলে অবগাহন (অধিকক্ষণ না হয়) এবং তদ্দ্বারা সামান্যরূপ গাত্র মার্জ্জনা করিলে উপকার হইতে পারে। ঘন ঘন গর্ভপাত হইলে স্ত্রীপুরুষের দীর্ঘকাল স্বতন্ত্র থাকা উচিত। প্রদরাক্রান্তা গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হইবার অত্যন্ত সম্ভব। একবার গর্ভস্রাব হইলে আবার শীঘ্র যাহাতে গর্ভ সঞ্চার না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থায় স্বামীসহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। ফলতঃ গর্ভ সঞ্চার হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত একটু সতর্ক থাকিলে গর্ভস্রাব হইবার প্রায়ই আশঙ্কা থাকে না। গর্ভাবস্থায় লঘু, বল-কারক দ্রব্য আহার করা উচিত। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে সামান্য মৃদু বিরেচক দ্রব্য সেবন করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। দিবানিদ্রা পরিত্যাগ, প্রতিদিন প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উত্থান এবং নিয়মিত পরিশ্রম করিলে কোন প্রকার আশঙ্কা থাকে না। যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, প্রত্যেক গর্ভিণীকে এই সকল নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এদেশে যেরূপ অল্প বয়সে রমণীগণের গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে, তাহাতে লজ্জা বশতঃ অনেক গর্ভিণী কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়েন না। আবার যাঁহারা ঐ সকল আবশ্যকীয় নিয়ম প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা হয় ত আবার ঐ সকল নিয়মাদি অদৌ অবগত নহেন। গর্ভাবস্থা যে অত্যন্ত কঠিন সময়, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে রাখা আবশ্যক। এই সময়ের সামান্য ত্রুটি বশতঃ প্রভূত অপকারের সম্ভব। পূর্ব্বে এদেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরে এক একটী বহুদর্শিনী গৃহিণী অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক অপেক্ষা অনেক প্রকার নিয়ম অবগত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এখন আর সেরূপ গৃহিণী দেখিতে পাওয়া যায় না! সুতরাং প্রত্যেক বিষয় পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়।

পূর্ব্বকার রমণীগণ অপেক্ষা এক্ষণকার রমণীদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্ব্বল। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য অত্যাচারে

এখনকার রমণীগণের যেরূপ অপকার হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেরূপ হইত না। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা এখন শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষরূপ মনোযোগ দিতে হয়। গর্ভস্রাব সম্বন্ধে যদিও আরও বিস্তর কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসমুদায় লিখিতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠে, এজন্য তাহা পরিত্যাগ করা হইল। তবে স্থূল স্থূল যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইল, এই সকল বিষয়ে মনোযোগী থাকিলে যে, প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জলমগ্ন।

শ্বাস-রোধ-জনিত যত প্রকার মৃত্যু আছে, তন্মধ্যে জলমগ্ন নিবন্ধন অধিকাংশ মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে। অনেকের মনে বিশ্বাস জলমগ্ন ব্যক্তি উদর পূরিয়া জল খাইয়া থাকে, তজ্জন্যই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। বাস্তবিক এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। যে জল উদরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা পাকস্থলীতে আশ্রয় করে, তদ্দ্বারা মৃত্যু হয় না, তবে আবশ্যকের অতিরিক্ত জল প্রবিষ্ট হওয়াতে অপকার করিয়া থাকে। এ দেশে অনেকেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস উদরস্থ জল নির্গত করিতে পারিলেই জলমগ্ন ব্যক্তি জীবিত হইয়া উঠিবে, এজন্য অনেকস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে তুলিয়াই তাহার পদ-দ্বয় উর্দ্ধ এবং মুখ নিম্নদিক করা হয়, কখন কখন আবার পা ধরিয়া ঘুরাইয়া তাহার উদরস্থ জল নির্গমের চেষ্টা করাও হইয়া থাকে। এরূপ অনুষ্ঠান করিলে জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা দূরে থাকুক, প্রত্যুতঃ তাহার মৃত্যুর সহায়তা করা হয়। অতএব সকলেরই এ বিষয় সাবধান হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্বাসরোধই জলমগ্ন ব্যক্তির মৃত্যুর প্রধান কারণ। অতএব যাহাতে শ্বাস-রোধ না হইয়া সহজে শ্বাস-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখাই তাহার জীবন রক্ষার প্রধান উপায় ইহা মনে রাখা উচিত।

কি কারণে জলমগ্ন ব্যক্তির শ্বাস-রোধ হইয়া থাকে, তাহার প্রকৃত কারণ অনেকেই অবগত নহেন। জলমগ্ন হইলে ফুস্‌ফুস্ মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া শ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। তজ্জন্য জলমগ্নের একমাত্র চিকিৎসা বা জীবন রক্ষার উপায় শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ব্বাহের সুব্যবস্থা করা। যে যে উপায়ে জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইতে পারে, এক্ষণে তদ্বিষয় সবিস্তার লিখিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য, ঐ সকল উপায় অবগত থাকা, কারণ কখন যে, কোন্ পরিবারের ভাগ্যে ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ অনেক স্থলে চিকিৎসক আনয়ন করিবার সময় পাওয়া যায় না। এজন্য চিকিৎসক আগমন করিবার অগ্রে অথবা যে সকল স্থানে আদৌ চিকিৎসক পাওয়া না যায়, তথায় প্রত্যেক পরিবারের কিছু কিছু নিয়ম জানিয়া রাখা যে, অতীব আবশ্যক, তাহা সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে চীৎ করিয়া মস্তক ঈষৎ উন্নত-ভাবে রাখিয়া শয়ন করাইতে হয়। কেহ কেহ প্রথমে চীৎ না করাইয়া অল্পক্ষণ উপড় অথবা কাৎ করিয়া রাখিয়া পরে চীৎ করাইয়া শয়ন করান। কিন্তু তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভব। এজন্য অতি সাবধানে ধীরে ধীরে তাহাকে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার পরিধান আর্দ্র বস্ত্রাদি ত্যাগ করাইতে হইবে। এবং শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর উত্তমরূপ পুঁছাইয়া দিতে হইবে। অন্যান্য বস্ত্র অপেক্ষা ফ্লানেল কাপড় হইলেই বিশেষরূপ উপকারের কথা। সর্ব্বাঙ্গ পুঁছাইয়া দিয়া একখানি কম্বল দ্বারা তাহার গাত্র আচ্ছাদন করা আবশ্যক। যদি হটাৎ কম্বল সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠে, তবে সমাগত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি লইয়া আচ্ছাদন করিলেও চলিতে পারে।

অনন্তর জলমগ্ন স্থান হইতে যদি নিকটে লোকালয় থাকে, তবে অনতি-বিলম্বে তাহাকে তথায় লইয়া যাওয়াই অতি সুপরামর্শ। কারণ জলাশয়ের ধারে অনাবৃত স্থানে অবস্থিতি করিলে শীতল বাতাসে রোগীর অনিষ্ট হইবার কথা। এজন্য অতি সাবধানে এবং বিলক্ষণ সত্বরতা সহকারে লইয়া যাইতে

হইবে। আর যদি লোকালয় না থাকে, তবে কালবিলম্ব না করিয়া তথায় চিকিৎসা করাই সুব্যবস্থা। রোগী কোন বাড়ীতে নীত হইলে একটী গরম ঘরে, গরম শয্যাতে তাহাকে পূর্ব্বোল্লিতরূপে শয়ন করাইতে হইবে। শীতকাল হইলে গৃহে অগ্নি রাখিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। কিন্তু চৈত্র বৈশাখের প্রখর রৌদ্রকালীন এই ঘটনা হইলে গৃহে অগ্নি না রাখিয়া বরং দ্বারাদি খুলিয়া দিলে ভাল হয়। কিন্তু রোগীর গৃহে অধিক লোকের জনতা হইতে দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।

সচরাচর প্রায় তিন চারি মিনিট পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইলেই জীবন নষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু ভালরূপ সেবা সুশ্রূষা এবং নানা প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা চৌদ্দ পোনর মিনিট পর্য্যন্ত জলমগ্ন ব্যক্তিও জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে চীৎ করিয়া মস্তক অল্প উন্নতভাবে শয়ন করাইয়া তাহার নাসিকা এবং মুখ-মধ্যস্থ গাঁজ, পানা প্রভৃতি যে সকল পদার্থ থাকে, তাহা ধুইয়া পুঁছিয়া দিতে হইবে। তাহার জিহ্বা অল্প পরিমাণ বাহির করিয়া ফিতা কিম্বা নেকড়ার ফালি দ্বারা বাঁধিয়া নিম্নের চোয়ালে আবদ্ধ রাখিলে ভাল হয়। এরূপ বাঁধিবার কারণ এই যে, জিহ্বা সরলভাবে বাহির থাকিলে মুখ মধ্যে সহজেই বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, তদ্দ্বারা শ্বাস-কার্য্য চলিবার সম্ভব। আর জিহ্বা মুখ-মধ্যে সঙ্কুচিত থাকিলে গলনালীর মুখ বন্ধ হইবার কথা।

হাত সহ্য হয় এরূপ গরম জলে তাহাকে অল্পক্ষণ অবগাহন করাইয়া পুনর্ব্বার জল হইতে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ চীৎ করাইয়া শোওয়াইতে হইবে। এবং গরম কাপড় দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘন ঘন দলন করা আবশ্যক। এই সময় আর একটী বিষয় স্মরণ রাখা উচিত অর্থাৎ দলনকালে দেহের নিম্নভাগ হইতে উপরের দিকে দলিলে ভাল হয়। এই সময় মষ্টার্ড গরম জলে গুলিয়া তদ্ অভাবে রাইসরিষা বাটিয়া উরুতে, পায়ের ডিমে, হাত ও পায়ের তলায় প্রলেপ দেওয়া অতীব আবশ্যক, এই প্রলেপ দ্বারা ঐ সকল স্থানে রক্তের সঞ্চার হইবার সম্ভব। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চার হইলে রোগী শীঘ্রই জীবন

লাভ করিতে সমর্থ হইবে। মষ্টার্ড কিম্বা রাইসরিষা অভাবে গরম জল পূর্ণ বোতল হাত ও পায়ের তলায় বুলাইলেও উপকার হইতে পারে। দুই বগলের নিম্নে গরম জল-পূর্ণ বোতল কিম্বা অন্য কোন ধাতুপাত্রে জল পূরিয়া স্পর্শ করাইয়া রাখিতে হইবে। এই সকল অসুবিধা হইলে দুইখানি ইট ইষৎ গরম করিয়া দুই বগলের নিম্নে স্পর্শ করাইয়া রাখিলেও চলিতে পারে। নাকের ভিতর এমোনিয়া অথবা সিরাদল ও কলিচুণ একত্রে হাতে রগড়াইয়া রোগীকে ঘ্রাণ করাইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে একবার গরম জল ও একবার ঠাণ্ডা জলের ছিটা তাহার চোকে মুখে এবং বুকে দিলে জ্ঞান সঞ্চার হইতে পারে। পাখীর পালক নাসিকা মধ্যে দিয়া সুড়সুড়ি দিলেও চেতনা হইতে পারে। অনেক স্থলে নস্য দ্বারাও উপকার হইতে দেখা যায়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ব্যক্তির জ্ঞান সঞ্চার না হয়, ততক্ষণ কম্বলের আচ্ছাদন ত্যাগ করা উচিত নহে। গাত্রে কম্বল ঢাকিয়া কখন কখন সাড়ে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত এইরূপ ভাবে রাখিয়া এবং ফ্লানেল দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারাও রোগীকে জীবিত করা হইয়াছে। অতএব জলমগ্ন ব্যক্তিকে দম বন্ধ দেখিলেই তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিবে না। লিখিত সময় পর্য্যন্ত বিশেষরূপ চেষ্টা দেখিয়া বিফল হইলে, তখন তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। দুই একটী লোকের পরিশ্রমে এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ ঘটিয়া উঠে না, এজন্য প্রয়োজন মত লোক লইয়া চিকিৎসা করিতে হয়। যাহারা সেবা সুশ্রুষা করিবে, তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ কেহ গরম কাপড় দ্বারা মার্জ্জানা করিবে, সে অক্ষম হইলে তদ্‌পরিবর্ত্তে অপর ব্যক্তি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। কেহ হাতে পায়ে রাইসরিষার প্রলেপ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে। এইরূপে কার্য্য বিভাগ করিয়া লইলে কোন প্রকার অসুবিধা কিম্বা কোন রকম ত্রুটি ঘটিবে না। সুচারুরূপে সেবাসুশ্রুষাই যে, প্রধান ঔষধের কার্য্য করে, তাহা মনে রাখা আবশ্যক।

উপরি লিখিতরূপ কার্য্যে রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইলে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে কুড়ি ফোটা পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত পাঁচ ফোটা, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত

দশ ফোটা লাইকর এমোনিয়া অথবা অল্প পরিমাণ ব্রাণ্ডি জলে মিশাইয়া অল্প অল্প পরিমাণে সেবন করাইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান সঞ্চার না হয়, ততক্ষণ কিছুমাত্র আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মস্তক গরম হইলে তাহার মস্তক ঈষৎ উন্নতভাবে স্থাপন করিয়া ওডিকলম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা ঠাণ্ডা জল তাহার মস্তকে দেওয়া আবশ্যক। এ অবস্থায় ব্রাণ্ডি সেবন সম্পূর্ণ অবিধি। এই সময় একবার মল ত্যাগ হইলে ভাল হয়। অতএব মৃদু বিরেচক দ্রব্য দ্বারা বাহ্যে করাইলে বিশেষ উপকারের সম্ভব। আহার লঘু-পথ্য।

জলমগ্ন ব্যক্তির শ্বাস ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে তাহার জীবনের আশা করা যাইতে পারে। এজন্য যাহাতে সত্বর নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে পারে, তাহার উপায়ে মনোযোগ দিতে হয়। অন্যান্য রোগীর ন্যায় জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন কোন প্রকার ঔষধের উপর নির্ভর করে না। একমাত্র সেবা শুশ্রূষা এবং নানা প্রকার সহজ সহজ উপায় দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারা যায়। অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে, জলমগ্ন ব্যক্তির একদিকের নাক টিপিয়া ধরিয়া অপর নাকের ভিতর কোন প্রকার নল অর্থাৎ পেঁপে, ভেরেণ্ডা কিবা কাগজের নলের এক মুখ অল্পমাত্র প্রবিষ্ট করিয়া অপর মুখে ফুৎকার দিলেও শ্বাস ক্রিয়া চলিতে পারে। কখন কখন রোগীর দুই বাহু ধরিয়া একবার মস্তকের উর্দ্ধে, একবার বক্ষস্থলের উপর নামাইতে ও তুলিতে হইবে। এক মিনিটে অন্ততঃ কুড়িবার পর্য্যন্ত এইরূপ করিলেও শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চার হইয়া থাকে।

বগলের নিম্নে অর্থাৎ দুই স্তনের নীচে এক একবার চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহাতেও ফুস্‌ফুসে বায়ু চলিতে পারে। এইরূপ প্রক্রিয়াকে "কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস" কহিয়া থাকে।

জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা কেবলমাত্র কতকগুলি সামান্য উপায় দ্বারা যে, সম্পন্ন হইতে পারে; তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছি,

এক্ষণে রোগীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য সেই সকলের প্রয়োজনীয় নিয়ম এবং ব্যবহৃত দ্রব্য সমূহের সংক্ষেপ উল্লেখ করিব। অতএব প্রত্যেক গৃহস্থের উচিত, নিম্নলিখিত বিষয়টী মনোযোগ সহকারে শিখিয়া রাখেন।

১। জল হইতে তুলিয়াই শুষ্ক বস্ত্রে গাত্র মার্জ্জন করিতে হইবে।

২। মুখ ও নাকের মধ্যস্থ কর্দ্দম, শেওলা প্রভৃতি অপরিস্রুত পদার্থ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে।

৩। কম্বল কিম্বা শুষ্ক বস্ত্রাদি দ্বারা রোগীকে আচ্ছাদন করিতে হইবে।

৪। অল্প পরিমাণে মস্তক উন্নত করাইয়া শয়ন করাইতে হইবে।

৫। গরম জলে স্নান অথবা গরম গৃহে, গরম বিছানায় রোগীকে স্থাপন করিতে হইবে।

৬। নাকে নিষাদল ও চূণ মিশ্রিত অথবা অন্য কোন প্রকার নাস দিতে হইবে।

৭। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করাইতে হইবে।

৮। গরম কাপড় দ্বারা গা ঘসিতে হইবে।

৯। রাইসরিষার প্রলেপ দিতে হইবে।

১০। গরম ইট কিম্বা গরম জল-পূর্ণ বোতল বগলের নীচে রাখিয়া সেক দিতে হইবে।

১১। জ্ঞান সঞ্চার হইলে ব্রাণ্ডি সেবন করাইতে হইবে।

১২। রোগীকে নাড়া চাড়া করিবে না।

১৩। সমুদায় নিয়মানুসারে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিয়াও যদি কিছুতেই জ্ঞান সঞ্চার না হয়; তখন তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিবে।

জুতা ব্রসের কালী ও ব্রস্।

সচরাচর জুতা ব্রস্ করিবার জন্য যে সকল কালী বিক্রীত হইয়া থাকে, ঐ সকল কালী প্রস্তুতের নানা প্রকার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্য আমরা পাঠকবর্গকে জুতা ব্রসের জন্য সহজ উপায়ে কালী

প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দিব। গৃহে ব্রস্ করিতে শিখিলে সংসারের বিস্তর পয়সা বাঁচিতে পারে। যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে লইয়া কালী প্রস্তুত করিতে হয়, নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

উপকরণ ও পরিমাণ।

তুতে	...	...	...	এক কাঁচ্ছা।
কোতরা গুড়	...	...	...	এক ছটাক।
ছির্কা (ভিনিগার)	...	...	...	আধ ছটাক।
আইভরি ব্ল্যাক	...	...	...	দেড় ছটাক।
সুইটওয়েল	...	...	...	এক কাঁচ্চা।
জল	...	...	...	দেঁড় পোয়া।

উপরির লিখিত দ্রব্য সমূহ সংগ্রহ কর। প্রথমে সুইটওয়েল, কোতরা গুড় এবং আইভরিব্ল্যাক ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া বেশ করিয়া পেষণ কর, দেখিবে উহা কাইয়ের ন্যায় হইবে। এখন এই কাইবৎ পদার্থে তুতে, ছির্কা এবং জল ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া নাড়িতে থাক। কিছুক্ষণ নাড়িলে জুতার উত্তম কালী প্রস্তুত হইবে। বাজারে যেরূপ টিনের কৌটায় কালী বিক্রয় হইয়া থাকে, এখন সেইরূপ কোন পাত্রে ঐ কালী পূর্ণ করিয়া রাখ, আর কালী খরিদ করিতে বাজারে যাইতে হইবে না।

এই কালী দ্বারা জুতা ব্রস্ করিলে তাহা অত্যন্ত চক্‌চকে হইবে।

জুতা ব্রস্ করিতে তিনখানি ব্রস্ হইলেই ভাল হয়। প্রথমে এক খানি ব্রস্ দ্বারা জুতার ধূলা প্রভৃতি ঘর্ষণ বা ঝাড়িয়া পরে অপর এক খানি ব্রস্ কৌটার কালিতে মাখিয়া জুতার গায়ে দুই একবার ছোপ দেও। পরে আর একখানি ব্রস্ দ্বারা ক্রমাগত ঘষিতে থাক, যখন দেখিবে, উহা বেশ চক্‌চক্ করিতেছে, তখন আর ঘসিবার প্রয়োজন করে না। অনন্তর পাত্রটী আবদ্ধ করিয়া তুলিয়া রাখ, প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্রস্ করিয়া লও।

পূর্ব্বে যে তিনখানি ব্রসের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, প্রথম যে ব্রস্‌খানি দ্বারা ধূলা প্রভৃতি ময়লা পরিষ্কার করিতে

হইবে, তাহা শক্ত হওয়া চায়, দ্বিতীয় খানি অর্থাৎ যাহাতে কালী মাখাইতে হইবে, তাহা নরম হইলেই ভাল হয়, আর তৃতীয় অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঘসিয়া চক্‌চকে করিতে হইবে, তাহা মাঝারি গোছের নরম হওয়া আবশ্যক।

জুতা-ব্রসের কালী প্রস্তুত করিবার নানা প্রকার নিয়ম আছে। ঐ সকল নিয়ম দ্বারা দুই প্রকার কালী প্রস্তুত হইয়া থাকে অর্থাৎ এক প্রকার চট্‌চটে কাইয়ের ন্যায় অন্য প্রকার তরল। ভিনিগার ও জল প্রভৃতি তরল পদার্থের পরিমাণ অধিক দিলে তরল এবং উহার পরিমাণ অল্প দিলেই চট্‌চটে কাইয়ের মত কালী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার এই কালিতে ডিমের তরলাংশ এবং গঁদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, যদিও তদ্দ্বারা চাক্‌চিক্য অধিক হয় কিন্তু জুতার চামড়া ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে, অতএব ঐ দুই পদার্থের ভাগ অত্যন্ত অল্প দেওয়াই উচিত। অথবা আদৌ ব্যবহার না করাই ভাল।

প্রকারান্তর নিয়ম।

উপকরণ ও পরিমাণ।

আইভরি ব্ল্যাক	...	...	...	দেড় পোয়া।
ওলিবওয়েল	...	...	...	আধ ছটাক।
চিটাগুড়	...	...	...	এক পোয়া।
গঁদের গুঁড়া	...	...	...	এক কাঁচ্চা।
ভিনিগার	...	...	...	দেড় সের।
সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড	...	...	...	তিন কাঁচ্চা।

তালিকার প্রথম চারিটী দ্রব্য এক সঙ্গে মিশাইয়া ক্রমে ক্রমে ভিনিগার দ্বারা মাড়িতে হইবে। উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড দিয়া ঘুঁটিয়া লইলেই ব্রসের উত্তম কালী প্রস্তুত হইল। কালী ঘন করিতে হইলে ভিনিগার অল্প দিতে হইবে।

প্রকারান্তর।

আইভরিব্ল্যাক	...	...	...	এক ছটাক।
লালীচিনি	...	...	...	এক ছটাক।
সুইটওয়েল	...	...	...	এক কাঁচ্চা।
ভিনিগার	...	...	...	আড়াই পোয়া।

প্রথমে ভিনিগার ভিন্ন সমুদায় দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে মাড়িয়া পরে ক্রমে ক্রমে ভিনিগার দিয়া মাড়িয়া লইলেই হইল।

প্রকারান্তর।

আইভরিব্ল্যাক	...	...	...	আধ পোয়া।
চিটাগুড়	...	...	...	আধ পোয়া।
সুইটওয়েল	...	...	...	আধ ছটাক।
তুতে	...	...	...	আধ ছটাক।

প্রথমকার তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়িয়া মিশাইতে থাক, সুইটওয়েল উত্তমরূপ মিশাইলে, পরে তুতে (চারিগুণ) জলে গুলিয়া উহাতে মিশাও। এই জল মিশাইবার তিন চারি ঘণ্টা পরে উহা ব্যবহারোপযোগী কালী প্রস্তুত হইল। এই কালী আবশ্যক মত পাতলা করিতে হইলে, ঐ জল কিম্বা টক বিয়ার নামক মদ প্রয়োজন মত মিশাইতে পারা যায়।

প্রকারান্তর।

গঁদ	...	...	...	এক পোয়া।
চিটাগুড়	...	...	...	এক ছটাক।
ইংরাজী কালী	...	...	...	পাঁচ ছটাক।
ভিনিগার	...	...	...	এক ছটাক।
স্প্রিট	...	...	...	এক ছটাক।

প্রথমে গঁদ, গুড় এবং কালী ভিনিগারে ভিজাইয়া রাখিবে। উহা উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে স্প্রিট দিবে, কালী তৈয়ার হইল।

প্রকারান্তর।

আইভরিব্ল্যাক	...	...	...	আধ সের।
মাতগুড়	...	...	...	দেড় পোয়া।
সুইটওয়েল	...	...	...	এক ছটাক।
বিয়ার	...	...	...	আড়াই পোয়া।
ভিনিগার	...	...	...	আড়াই পোয়া।

প্রথমে আইভরিব্ল্যাক, মাত গুড় এবং সুইটওয়েল একত্রিত করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুঁটিতে থাক। পরে ভিনিগার ও বিয়ার মিশাইয়া লইলেই কালী প্রস্তুত হইল।

চট্‌চটে কালী।

মাতগুড়	...	...	...	আট ছটাক।
আইভরিব্ল্যাক	...	...	...	দশ ছটাক।
সুইটওয়েল	...	...	...	এক ছটাক।

লিখিত দ্রব্য কয়েকটী এক সঙ্গে উত্তমরূপ মাড়িয়া তাহাতে হয় লেবুর রস কিম্বা টক ভিনিগার মিশ্রিত কর, কালী প্রস্তুত হইল।

প্রকারান্তর।

আইভরিব্ল্যাক	...	...	...	এক সের।
মাতগুড়	...	...	...	আধ সের।
ওলিবওয়েল	...	...	...	এক পোয়া।
তুতে	...	...	...	এক পোয়া।
জল	...	...	...	আবশ্যকমত।

কালী যদি পাতলা অর্থাৎ তরল করিতে হয়, তবে আইভরিব্ল্যাক অত্যন্ত গুঁড় করিয়া উপরি লিখিত দ্রব্য সমূহ বেশ করিয়া মাড়িতে থাক, এবং ঐ সকল উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে কালী প্রস্তুত হইল। জলের ভাগ অধিক কিম্বা অল্প দিলে কালী ঘন ও পাতলা হয়, তাহা বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং প্রয়োজন মত উহা মিশাইতে পারা যায়।

ব্রসের কালী প্রস্তুতের যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তাহা মনে করিলে, সকলেই উহা প্রস্তুত করিতে পারেন। গৃহে কালী প্রস্তুত করিয়া ব্রস্ করিতে শিখিলে জুতা ব্রসের জন্য আর বৃথা ব্যয় করিতে হয় না। কালী প্রস্তুত করিতে যে সকল উপকরণ লিখিত হইল, ঐ সকলের মূল্য অধিক নহে, উহার অধিকাংশ দ্রব্যই বেনের দোকানে অথবা ডাক্তার-খানা সমূহে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইট্ প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে অধিকাংশ গৃহস্থকে ইট্ প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয়। কিন্তু অনেকের এবিষয়ে বিশেষ পারদর্শীতা না থাকায়, এবং শিক্ষিত ও সুদক্ষ কারিকরের অভাবে যথোচিত অর্থব্যয় করিয়াও অনেকে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন না। ইট্ প্রস্তুত করিতে হইলে যে, কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, আমরা নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

সকল মাটিতে ইট হয় না। মাটি অধিক আটাল হইলে ইট্ শুকাইলে ফাটিয়া যায়; পুড়াইতে অধিক কয়লা বা কাষ্ঠ লাগে এবং প্রায় সমভাবে পুড়ে না। আর যদি মাটিতে বালির ভাগ অধিক থাকে, তাহা হইলে ইটগুলি ভঙ্গপ্রবণ হয়; ফর্ম্মা তুলিয়া লইলেই চারিধার ছড়াইয়া পড়ে এবং অল্প তাপেই ঝামা বাঁধিয়া যায়। এইজন্য ইটের মাটি এরূপ হওয়া উচিত যেন উহাতে বালির ভাগ অধিক না থাকে এবং অধিক আটালও না হয়। সাধারণতঃ যে মাটিতে কলি তিন ভাগ, আটাল মাটি একভাগ এবং লৌহ, চূণ, সোডা প্রভৃতি অপর একভাগ থাকে, উহাই ইট্ নির্ম্মাণের বিশেষ উপযোগী। যে মাটি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং হাতে আঠার ন্যায় জড়াইয়া লাগে, অথবা টিপিবামাত্র যাহার পরমাণু সকল পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, এই উভয় প্রকার মাটিই ইটের পক্ষে অনুপযোগী। ইহাদের মাঝামাঝি অবস্থার মাটিতেই ভাল ইট্

হয়। সাধারণতঃ বঙ্গদেশে দুই হাতের নীচে বালির ভাগ অধিক থাকে, সুতরাং উপরের মাটিতে ইট্ গড়া ভাল। কিন্তু স্থানে স্থানে উপরের মাটি নিতান্ত আটাল হয়। উহা ইট্ গড়িবার পক্ষে অনুপযোগী। মাটি অধিকতর আটাল বা বালি মিশ্রিত হইলে উহাতে যথাক্রমে বালি বা আটাল মাটি মিশাইয়া উহা ইট্ গড়িবার উপযোগী করিয়া লওয়া যায়।

উপরোক্তরূপে মাটি বাছিয়া লইয়া, উহা বর্ষার আরম্ভে কাটিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিলে ভাল হয়। কারণ তাহা হইলে বর্ষায় ভিজিয়া, উহার পরমাণুসকল শিথিল হইয়া থাকে, সুতরাং শীতকালে অল্প পরিশ্রমেই উহা ইট্ গড়িবার উপযুক্ত করিয়া লওয়া যায়। যেরূপ মাটি হউক না কেন, ইট্ গড়িবার পূর্ব্বক্ষণেই কাটিয়া মাখিলে মমের ন্যায় গলিয়া যায় না।

টেবিলে ইট্ গড়িতে হইলে, ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে উক্ত মাটি, আবশ্যক মত কাটিয়া, ভিজাইয়া রাখিয়া, ইট্ গড়িবার পূর্ব্বক্ষণে "পগমিলে" পেষিয়া লইলেই মমের ন্যায় নরম হইয়া যায়। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমরা টেবিলে ইট্ গড়িবার কথা বলিব না; কারণ পল্লীগ্রামে প্রায় টেবিলে গড়া ইট্ চলিত নাই। সচরাচর ভূমির উপর ইট্ গড়া হইয়া থাকে, তথায় পগমিলেরও আবশ্যক হয় না। এইরূপে ইট্ গড়িতে হইলে, গড়িবার পূর্ব্বদিন, উক্ত মাটির স্তূপ হইতে কিয়দংশ কাটিয়া, উহা জলে ভিজাইয়া, পা ও কোদাল প্রভৃতির দ্বারা পেষিয়া, উত্তমরূপে মাখিতে হয়। যেন উহাতে কাঁকর বা মাটির ঢেলা না থাকে। কাঁকরে চুণ থাকে; উত্তাপে উহা স্ফীত হয়, সুতরাং ইট্ ফটিয়া যায়। সচরাচর গড়ন্দারেরা মাটি প্রস্তুত করিতে বিশেষ যত্ন করে না; মাটি প্রস্তুত করার দোষে ইট প্রায় ভঙ্গপ্রবণ হয়। মাটিতে অধিক জল দেওয়া ভাল নহে। কারণ উহা পাতলা হইলে, ফরমা তুলিবামাত্র, ইটের ধারগুলি ছড়াইয়া পড়ে, শুকাইলে ইট্ অধিকতর সঙ্কুচিত হয় এবং অভ্যন্তরস্থ জল শুষ্ক হওয়ায়, উহার অধিকৃত স্থান খালি থাকে, সুতরাং ইট্গুলি অপেক্ষাকৃত লঘু ও ভঙ্গপ্রবণ হয়। গড়িবার কিঞ্চিৎ সুবিধা হয় বলিয়া, গড়ন্দারেরা

কাদা প্রায় পাতলা করে। এইজন্য গৃহস্থের এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ইট্ গড়িবার স্থানটী উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও সমতল করা উচিত এবং উহা যেন ভিজা না থাকে। ভিজা থাকিলে ইট্গুলি মাটির সহিত লাগিয়া যায় এবং উহা তুলিবার কালে চাকলা উঠিতে থাকে। জমি অপরিষ্কৃত ও অসমতল হইলে, ইটের নিম্নভাগও ঐরূপ হয়। সুতরাং গাঁথিবারকালে কোথায়ও অধিক মসলা লাগে এবং কোথয়ও বা একেবারে আবশ্যক হয় না।

ইট্ শুকাইলে কমিয়া যায়। এইজন্য যেরূপ ইটের প্রয়োজন, ফরমা তাহা অপেক্ষা চারিদিকেই কিঞ্চিৎ বড় করা আবশ্যক। সচরাচর ১০½"×৫½"×৩" মাপের ফরমা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার ইট্ শুকাইয়া সাধারণতঃ ১০"×৫×"২৳" থাকে। কোন কোন মাটির ইট্ পুড়িয়া কিছু কমে বটে, কিন্তু উহা অতি সামান্য ব্যবহারে কাষ্ঠের ফরমার উপরিভাগ ক্ষয়িয়া যায়; সুতরাং ক্রমশঃ ইটের স্থূলতা কমিতে থাকে। এই জন্য কাষ্ঠের ফরমার উপরি ও নিম্নভাগ লোহার পাত দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া ভাল। এক্ষণে লৌহ নির্ম্মিত ফরমা অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কাষ্ঠের ফরমার পরিবর্ত্তে উহা ব্যবহার করা অনেকাংশ ভাল। যে কাষ্ঠ বা লৌহখণ্ড দ্বারা ইটের উপরিভাগ চাঁচিয়া লওয়া যায়, ফরমার সহিত ঘর্ষণে উহার দুইস্থান ক্ষয়িয়া যায়; সুতরাং ইটের স্থূলতা ফরমা অপেক্ষা কম হইয়া পড়ে। এইজন্য ঐ কাষ্ঠ বা লৌহ খণ্ড ক্ষয়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই পরিবর্ত্তন করা উচিত।

মৃত্তিকা ভাল হইলে এবং কাদা ভাল করিয়া প্রস্তুত করিলেই যে, ভাল ইট্ হয় এমত নহে। গড়িবার দোষে ভাল মাটিতেও তাদৃশ শক্ত ইট্ হয় না এবং গড়নন্দারেরা প্রায়ই এবিষয়ে ফাকি দিবার চেষ্টা করে। গড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই, পূর্ব্বোক্ত মাটি, যেখানে ইট্ গড়িতে হইবে, উহার স্থানে স্থানে আবশ্যক মত রাখিতে হয় এবং প্রত্যেক স্থানের মাটির নিকট, পরিষ্কৃত শুষ্ক ও সূক্ষ্ম বালি কিছু কিছু রাখিতে হয়।

অনন্তর ফরমাখানির ভিতর উত্তমরূপে ঐ বালি মাখাইয়া, উহা ভূমির উপর পাতিতে হয় এবং উক্ত মাটি হইতে একখানি ইটে যত মাটি আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে মাটি লইয়া, উহা হস্ত দ্বারা ফরমা অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড় না হয় এরূপ পিণ্ডাকার করিতে হয়। পরে ঐ মৃৎপিণ্ড দুই হস্ত দ্বারা মস্তক পর্য্যন্ত তুলিয়া সজোরে ফরমার ভিতর ফেলিতে হয়। অনন্তর অঙ্গুলির দ্বারা উহা ফরমার চারি কোণে ঠেলিয়া এবং হস্ত দ্বারা উহার উপরিভাগ চাপড়াইয়া, কাষ্ঠ বা লৌহখণ্ড দ্বারা অতিরিক্ত মাটি চাঁচিয়া লইয়া হস্তে কিঞ্চিৎ জল মাখাইয়া ইটের উপরিভাগ মার্জ্জিত ফরমার বিপরীত কোণদ্বয় দুইহস্ত দ্বারা ধরিয়া উহা সাবধানে তুলিতে হয়। গড়ন্দারেরা প্রায় এরূপ করে না। এইজন্য অধিকাংশ ইটের কোণ উঠে না; কোন কোনটীতে দুইবার মাটী দেওয়াই উহাতে একটী জোড় হয় এবং পোড়া হইলে ঐ জোড়ের কাছে ইট খানি অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। মৃৎপিণ্ড সজোরে ফরমার ভিতর না ফেলিলে উহার পরমাণুর মধ্যে মধ্যে ফাক থাকে; সুতরাং ইট অপেক্ষাকৃত লঘু ও ভঙ্গপ্রবণ হয়। ফরমা অসাবধানে তুলিলে উহার ধাক্কা লাগিয়া ইটের ধারগুলি বাঁকিয়া যাইতে পারে।

গড়া হইলে ইটগুলি ভাল করিয়া শুকাইতে হয়। অনাবৃত স্থানে এক দিনেই উহা কিঞ্চিৎ শক্ত হইয়া উঠে। পরদিন উহা শিকল (পাত) দেওয়া যায়। শিকল দিবার স্থানটী কিঞ্চিৎ উচু হওয়া আবশ্যক। কারণ বৃষ্টি হইলে জল দাঁড়াইয়া নীচের ইট ভিজিয়া যাইলে, সমস্ত শিকল পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইট ঢাকিবার জন্য দরমা বা অন্য কিছু সর্ব্বদা যোগাড় রাখা কর্ত্তব্য। শুষ্ক ইট একবার ভিজিলে, উহা পুনর্ব্বার যত শুষ্ক হউক না কেন, পূর্ব্বের ন্যায় শক্ত হয় না। ইট ভাল শুষ্ক না হইলে পাঁজায় উঠান উচিত নহে, কারণ কাঁচা ইট, নাড়িতে চাড়িতে ভাঙ্গিয়া যায়; পুড়িবার পূর্ব্বে পাঁজায় শুষ্ক করিতে কাষ্ঠ বা কয়লার উত্তাপ নষ্ট হয় এবং পাঁজায় অধিক উত্তাপ লাগায় ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ইট শুষ্ক হইলে পাঁজায় সাজাইয়া পুড়াইতে হয়। কাষ্ঠও সাজাইবার পদ্ধতি-ভেদে, অনেক প্রকার পাঁজা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কয়লা দ্বারা সচরাচর যেরূপ পাঁজায় ইট পোড়ান হয়, তদ্বিষয় আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

পূর্ব্বোক্তরূপে নির্ম্মিত ইট পুড়াইতে লক্ষ ইটে ছয় শত মণ কয়লা লাগে। অনেকে পাঁচ শত মণেও পুড়াইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে ইটের বর্ণ হিঙ্গুলের ন্যায় লাল হয় না, অনেক আমা হইয়া যায়। "পগমিলে" পেষিত মৃত্তিকায় ইট পুড়াইতে সাড়ে ছয় শত মণ হইতে সাত শত মণ কয়লা লাগে।

পাঁজা সাজাইবার সময়ে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত যে, উহা যত উচ্চ হইবে ততই অল্প কয়লায় অধিক ইট পুড়িবে এবং অল্প ইট নষ্ট হইবে। নিতান্ত ছোট না হইলে পাঁজায় সচরাচর একচল্লিশ থাক ইট উঠান হইয়া থাকে। ছোট পাঁজা অধিক উচু করিলে উত্তাপের তেজে ঢসিয়া যাইবার সম্ভাবনা। একচল্লিশ থাক ইট উঠাইলে কত ইটে কত আয়তনের পাঁজা করা আবশ্যক এবং তাহাতে কত কাষ্ঠ (কয়লা ধরাইবার জন্য) লাগে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

পাঁজার তলায় এবং উহার চারিধার অর্থাৎ কেঁকের ইট।	পাঁজার ভিতরের ইট।	মোট ইট।	পাঁজার তলার পরিমাণ।	কাষ্ঠের পরিমাণ।
৬০ হাজার	৬ লক্ষ	৬৬০০০০	৬০ফুট×৬০ফুট	১৪০ মণ
৫৬ হাজার	৪½ লক্ষ	৫০৬০০০	৫৫ফুট×৫৫ফুট	১৩০ মণ
৪০ হাজার	৪ লক্ষ	৪৪০০০০	৫০ফুট×৫০ফুট	৯০ মণ
৩৬ হাজার	৩ লক্ষ	৩৩৬০০০	৪৫ফুট×৪৫ফুট	৮০ মণ
২৫ হাজার	২½ লক্ষ	২৫০০০০	৪০ফুট×৪০ফুট	৫৫ মণ
২২ হাজার	১½ লক্ষ	১৭২০০০	৩০ফুট×৩০ফুট	৪৫ মণ
৯ হাজার	৭৫ হাজার	৮৪০০০	২৫ফুট×২৫ফুট	৪০ মণ
৭ হাজার	৫০ হাজার	৫৭০০০	২০ফুট×২০ফুট	৩৫ মণ

পাঁজার তলার ইট্ কাঁচা থাকে এবং উহার চারিধার অর্থাৎ কেঁকের ইট ভাল পুড়ে না; এই জন্য কাঁচা ইটে ঐ সকল না গাঁথিয়া, আধা বা পাকা ইটে গাঁথিলে ভাল হয়। এক স্থানে অধিক ইট পুড়াইতে হইলে প্রথমে একটী ছোট পাঁজা পুড়াইয়া, উহার ইট্ দ্বারা দ্বিতীয় পাঁজার কেঁকে ও তলা গাঁথা যাইতে পারে।

পাঁজার গড়ন কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে দেওয়া আবশ্যক, যেন বৃষ্টি হইলে তলায় জল না দাঁড়ায়। অনেকে পাঁচ ইঞ্চ অন্তর চুলা বা গালা রাখিয়া, সমস্ত চুলাগুলিতেই কাষ্ঠ দেন। কিন্তু ইহাতে অনেক কাষ্ঠ অপব্যয় হয়—কয়লা ধরাইবার জন্য এত কাষ্ঠের আবশ্যক নাই। বায়ুর অভিমুখে প্রতি পাঁচ ফুটে একটী চুলায় এবং অপরদিকে তের ফুট অন্তর একটী করিয়া চুলা রাখিয়া, তাহাতে কাষ্ঠ দিলেই যথেষ্ট হয়। যথা ২০ ফুট×২০ ফুট পাঁজায়, একদিকে চারিটী এবং অপর দিকে একটী একুনে পাঁচটী গালায় কাষ্ঠ দিতে হয়। অপর গালার মুখগুলি বন্ধ করিয়া বায়ু খেলিবার জন্য উভয় মুখে ৫"×৩" পরিমিত ছোট ছোট ফুটা রাখিলে হয়। প্রথমে পাড়ন কয়লার নীচে "পায়রাখোপী" করিয়া একখানি খাদরি ইট্ সাজাইতে হয়। উপরে প্রতি কয়লার পাড়নের নীচের থাকের ইট্ চারি ধারে "পায়রাখোপী" করিতে হয়। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বায়ু লাগায় পাঁজার পার্শ্বের ইট্ ভাল পুড়ে না। কিন্তু ঐ "পায়রাখোপ" গুলির ভিতর কয়লা থাকায়, তথায় কয়লার ভাগ অধিক হয়; সুতরাং বাহিরের ইট্ ভিতরের ন্যায় পুড়িবার সম্ভব।

সচরাচর পাঁজায় ৪১ থাক ইট্ এবং ১২ পাড়ন কয়লা দেওয়া হয়। প্রতি পাড়নে কত কয়লা দিতে এবং তাহার উপর কয় থাক ইট্ সাজাইতে হয়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

কয়লার পাড়ন।	কত ইঞ্চ পুরু কয়লা দিতে হয়।	কয়থাক ইট উঠাইতে হয়।
১ম	৪ ...	২
২য়	২½ ...	৩
৩য়	১½ ...	৪
৪র্থ	১½ ...	৪
৫ম হইতে ৯ম	১½ ..	৪ (প্রতি কয়লার পাড়নের উপর
১০ম	১½ ...	৪
১১শ	১½ ...	৪
১২শ	১½ ...	২ থাক ইট্ পাতাইয়া

(খাদরি করিয়া নয়)

তাহার উপর মাটী চাপা দিতে হয়।

দ্বাদশ পাড়নে কয়লা না দিলেও চলিতে পারে। একাদশ পাড়ান কয়লার উপর চারিখানি ইট্ খাদরি করিয়া গাঁথিয়া তাহার উপর দুই খানি ইট্ পাতাইয়া, তদুপরি মাটী দিলেও চলে। কিন্তু উক্ত দ্বাদশ পাড়ন কয়লা দিলে ভাল হয়।

যদি পাঁজায় ৪১ থাক ইট্ না উঠে, তাহা হইলে, উপরোক্ত, মাপে কয়লা দিলে, লক্ষকরা ছয়শত মণের কিঞ্চিৎ অধিক কয়লা লাগে।

পাঁজার উপর কয়লা বিছাইয়া মাপিলে, উহা কত পুরু হইল, ঠিক জানা যায় না কারণ এরূপ অবস্থায় মাপ ঠিক হয় না। ১½ ইঞ্চির স্থলে হয়ত ২ ইঞ্চ নয় ১ ইঞ্চ হইয়া যায়। এই জন্য নিম্নলিখিতরূপে কয়লা মাপিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপে মাপিলে প্রতি পাড়নের কয়লা, উপরোক্ত তালিকার মাপের মত পুরু হইবে।

কয়লা মাপিবার জন্য ২½ ফুট দীর্ঘে, ২ ফুট প্রস্থে এবং ২ ফুট উর্দ্ধে (১০ ঘন ফুট পরিমিত) তলা ও উপরিভাগ শূন্য, একটী কাষ্ঠের বাক্স প্রস্তুত করিতে হয়। বাক্সটী তুলিবার জন্য উহার দুইদিকে দুইটী হাতল থাকা আবশ্যক।

যে কোন পাড়নে কত বাক্স কয়লা লাগিবে ঠিক করিতে হইলে, ঐ পাড়নের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ফিতা বা গজ দ্বারা মাপিয়া বর্গ ফুটে উহার কালী স্থির কর। অনন্তর ঐ বর্গফলকে নিম্নলিখিত তালিকা হইতে, ঐ পাড়নের পার্শ্বস্থ ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, ঐ পাড়নে তত বাক্স কয়লা লাগিবে।

১ম পাড়ন	৩½
২য় পাড়ন	৪½
৩য় ও ৪র্থ পাড়ন	৫½
৫ম হইতে ৯ম পাড়ন	৯½
১০ম পাড়ন	৩½
১১শ ও ১২শ পাড়ন	৮½

উদাহরণ। কোন একটী পাঁজার তৃতীয় পাড়নে কত বাক্স কয়লা লাগিবে ঠিক করিতে হইবে। মনে কর মাপিয়া দেখা গেল, ঐ পাড়নের দৈর্ঘ ২২ ফুট এবং প্রস্থও ২২ ফুট।

ঐ পাড়নের কালী = ২২ × ২২ = ৪৮৪ বর্গ ফুট সুতরাং ঐ পাড়নে, ৪৮৪ × ৫½ = ৬ বাক্স কয়লা লাগিবে।

এইরূপে বাক্সের সংখ্যা স্থির করিয়া, ঐ বাক্সটী পাঁজার উপর রাখিয়া, ঝুড়ি করিয়া কয়লা আনিয়া, উহার ভিতর ফেলিতে হয়। বাক্সটী পূর্ণ হইলে উহার হাতল ধরিয়া তুলিলেই বাক্স উঠিয়া আইসে এবং কয়লাগুলি পাঁজার উপর থাকিয়া যায়। বাক্সটীর তলা ও উপরিভাগ শূন্য করিবার উদ্দেশ্য এই। পরে বাক্সটী নাড়িয়া অপর একস্থানে ঐরূপ কয়লা মাপিতে হয়। এইরূপ, যে কয় বাক্স কয়লার আবশ্যক তাহা মাপা হইলে, কয়লাগুলি ভাল করিয়া বিছাইতে হয়। বিছাইবার কালে মধ্যভাগ অপেক্ষা পার্শ্বে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে কয়লা দিতে হয়। এরূপ না করিলে চতুর্দ্দিকের উত্তাপে, মধ্যভাগে অগ্নির তেজ অধিক হওয়ায়, সেখানে ঝামা হইয়া যায়, এবং পার্শ্বে অগ্নির তেজ বাহির হইয়া যাওয়ায় ইট্‌গুলি আমা হইয়া থাকে। পাঁজায় তুলিবার পূর্ব্বে কয়লাগুলি ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গা আবশ্যক। কারণ বড় বড় থাকিলে তথায় অগ্নির তেজ অধিক হয়, সুতরাং ঝামা হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে "পগমিলে" পেষিত মাটির ইটে, কয়লা কিছু অধিক লাগে। উপরোক্ত কয়লার মাপ ঐ ইটের জন্য নহে। ঐ ইট্ পুড়াইতে হইলে, উক্ত মাপ অপেক্ষা অধিক কয়লা লাগে।

পাঁজায় ইট্ তুলিবার সময়, সচরাচর মজুরেরা মাথায় করিয়া ইট্ লইয়া যাইয়া, পাঁজার উপর ফেলিয়া দেয়। ইহাতে অনেক ইট্ ভাঙ্গিয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে এইরূপে ইট্ ফেলে না। তথায় যে ব্যক্তি পাঁজা সাজায়, সে মজুরের মাথা হইতে, থাক্‌কে থাক ইট্ ধরিয়া সাজাইয়া ফেলে। ইহাতে কার্য্য শীঘ্র হয় এবং ইট্ কিছুমাত্র নষ্ট হয় না।

অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এই জন্য পাঁজার চারিধারে কাদা দিয়া লেপিয়া দিলে ভাল হয়। পাঁজায় আগুণ দিয়া চুলার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা না করিলে বাতাস লাগিয়া, কাষ্ঠ ও উহার উপরের কয়লা শীঘ্র পুড়িয়া যায়, সুতরাং ইট্ ভালরূপ পুড়িবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মে।

বেলের গুণ ও রোপণ-প্রণালী।

বেল যে একটী উপাদেয় ফল, তাহা বোধ হয়, এদেশের কাহাকেও লিখিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না। বেল কেবলমাত্র যে সুখাদ্য ফল তাহা নহে, উহা আবার আমাদের বিশেষ উপকারী। অনেক প্রকার রোগে বেল মহৌষধের কার্য্য করিয়া থাকে। বৈদ্য-শাস্ত্র মতে বেলের বিস্তর গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র-কর্ত্তারা বেলের গুণ অবগত হইয়াই উহা ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়া একটী বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। হিন্দু-শাস্ত্র মতে বেলগাছ প্রতি গৃহস্থ বাটিতেই থাকা উচিত। কেবলমাত্র দেবার্চ্চনায় বেল লাগে না। বেল দ্বারা যে সকল উপকার হইয়া থাকে, প্রথমে তৎসমুদায় লিখিয়া পরে যেরূপে উহার রোপণ করিতে হয় তাহা প্রকাশ করিব।

বিল্ব-পত্র।—হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দেবার্চ্চনায় লাগিয়া থাকে। অনেক প্রকার ঔষধের অনুপানে বেলপাতার রস ব্যবহার হইয়া থাকে। শোথে বেলপাতার রস পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বেল বা শ্রীফল।——বেল ও শ্রীফল একই ফল। তবে কাহার কাহার

মতে বেলের মধ্যে ছোট আকারের যে সকল ফল, তাহাকে শ্রীফল এবং বড় আকারবিশিষ্ট জাতীয়কে বেল কহে। ফলের জন্যই বেলের অত্যন্ত আদর। পাইট করিলে ক্রমে ক্রমে বেলের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। বড় জাতীয় বেল অন্যূন সাতসের পর্য্যন্ত ওজনেরও দেখা গিয়াছে। যে বেলের আঠা ও বিচি অল্প এবং শাঁস সুমিষ্ট তাহারই অধিক আদর। বেলের কচি অবস্থায় কুচি কুচি করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিলে তাহাকে বেল শুঁঠকি কহে। বেল শুঁঠকি অত্যন্ত উপকারী। এজন্য পূর্ব্বাকার গৃহিণীগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিবৎসর উহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, বৈদ্যমতে কোন কোন ঔষধে বেল শুঁঠকি ব্যবহার হয়। কচিবেল আমাশায় প্রভৃতি উদরাময় রোগের একটী মহৌষধি। কচিবেল সিদ্ধ করিয়া তাহার জল পান করিলে পেটের পীড়া নিবারণ হইয়া থাকে। বারমাস কাঁচাবেল পাওয়া যায় না, এজন্য বেলশুঁট গৃহে প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। আজকাল এদেশের অনেকেই বেলের গুণ অবগত নহেন। কিন্তু ইংরাজ চিকিৎসকগণ উহার বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; প্রতিবৎসর এদেশ হইতে কাঁচা বেল শুষ্ক করিয়া বিলাত প্রভৃতি অনেক স্থানে প্রেরণ করা হইতেছে এবং তথা হইতে "এক্‌ষ্ট্রাক্‌ট অব্‌ বেল" নামক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কি দুঃখের বিষয় যে বেল আমাদের এত উপকারী এবং যাহার উপকার জ্ঞাত হইয়া গৃহে গৃহে বিল্ববৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা, সেই বেল-জাত ঔষধের জন্য আমরা বিদেশীয়দিগের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি!

বৈদ্য-শাস্ত্রমতে বেলের গুণ (১) মধুর, কষায়, গুরু, পিত্ত, কফ, জ্বর এবং অতিশার-নাশক, রুচি-কারক এবং অগ্নি-বর্দ্ধক।

বেলের মূলেরগুণ (২) ত্রিদোষ-নাশক, মধুর এবং লঘু।

---

(১) ফলাগুণাঃ——মধুরত্বং কষায়ত্বং গুরুত্বং পিত্ত-কফ-জ্বরাতিসার-নাশিত্বং। রুচিকারিত্বং দীপনত্বঞ্চ।

ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

(২) মূলাগুণাঃ——ত্রিদোষঘ্নত্বং মধুরত্বং লঘুত্বং।

কোমল ফলের গুণ—(৩) স্নিগ্ধ, গুরু, সংগ্রাহক এবং অগ্নি-কারক।

পাকাবেলের গুণ—(৩) মধুর, গুরু, কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, সংগ্রাহক এবং ত্রিদোষ-নাশক।

বেলশুঁঠের গুণ——(৫) কফ, বাত, আম ও শূলনাশক এবং গ্রাহী।

গৃহিণীরগণের কর্ত্তব্য প্রতিবৎসর স্ব স্ব গৃহে বেলশুঁঠ প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

উপরিভাগে বেলের যে সমস্ত গুণ লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন বেল দ্বারা উত্তম সরবৎ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাশায় প্রভৃতি রোগে বেলপোড়া অত্যন্ত উপকারী। বেল দ্বারা আবার অতি উৎকৃষ্ট মোরব্বা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কি রোগী কি সুস্থশরীর সকল ব্যক্তির পক্ষেই বেলের মোরব্বা তুল্যরূপ। বেলের আঠা চিত্রকারেরা রঙে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বেল বৎসরের মধ্যে একবারমাত্র ফলিয়া থাকে। বেলের রোপণ প্রণালী অতি সহজ। বিশেষরূপ পাইট করিতে হয় না। দুই উপায়ে বেলের চারা হইয়া থাকে; অর্থাৎ বিচি কিম্বা শিকড়জাত চারা রোপণ করিলে উহার গাছ হইয়া থাকে। সকল প্রকার মাটীতে গাছ ভাল হয় না। দো-আঁশ মাটীই বেলের পক্ষে উত্তম। বেলের শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অনেক সময় তাহা হইতে ফেকড়ী বা চারা উৎপন্ন হয়। আমরা উহাকে বেলের শিকড় বলিয়া থাকি, বাস্তবিক তাহা শিকড় নহে, উহা কাণ্ড।

---

(৩) কোমলফলাগুণাঃ——স্নিগ্ধত্বং গুরুত্বং সংগ্রাহিত্বং দীপনত্বং।

ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

(৪) পক্কফলগুণাঃ——মধুরত্বং গুরুত্বং কটুত্বং তিক্তত্বং কষায়ত্বং উষ্ণত্বং সংগ্রাহিত্বং ত্রিদোষ-নাশিত্বং। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

শ্রীফলস্তুবস্থি-কোগ্রাহীরুক্ষোঽগ্নিপিত্তকৃৎ।
বালশ্লেষ্মহরোবল্য লঘুরুষ্ণশ্চ পাচন। ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

(৫) শুষ্কবিল্ব-খণ্ডং——কফ-বাতামশূলঘ্নী গ্রাহিণী বিল্বপেষিকা।

ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

তাহারা আহার করে না এবং যে পায়ে ক্ষত হয়, তাহা খোঁড়া হইয়া যায়। এঁসে রোগাক্রান্ত বলদকে খাটাইলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া উঠে, পা ফুলিয়া যায় এবং কখন কখন ক্ষুর খসিয়া পড়িতেও দেখা যায়।

গাভীর পালানে ও বাঁটে এই রোগ হইলে তাহা ফুলিয়া উঠে এবং ছুঁইলেই বেদনা বোধ করে। রোগের সময় বাছুরে দুগ্ধপান করিলে তাহারও সেই রোগ হইয়া থাকে।

দুগ্ধবতী গাভীর এই রোগ উপস্থিত হইলে দোহন-কালে তাহারা অস্থির হইয়া উঠে, এদিকে আবার না দুহিলে পালান ফুলিয়া কষ্ট উপস্থিত করিয়া থাকে।

অনেক সময় দেখা যায়, কেহ কেহ এই রোগ উপস্থিত হইলে বসন্ত রোগ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু কয়েকটী লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে গৃহস্থগণ সেই ভ্রম-সংশোধন করিতে পারেন। অর্থাৎ বসন্ত হইলে পায়ের রোগ হয় না। এঁসে রোগে পেটের পীড়া দেখা যায় না। কিন্তু বসন্তে প্রায়ই উদর-ভঙ্গ এবং রক্তামাশায় উপস্থিত হইয়া থাকে।

এঁসে রোগাক্রান্ত গবাদি পশুদিগকে যদি উপযুক্ত মত যত্ন এবং ভাল রকম চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে তিন চারি দিনের মধ্যেই জ্বরাদি আরাম হইয়া থাকে এবং এক পক্ষের মধ্যেই পশু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু যদি উপযুক্তমত যত্ন না করা যায়, আর যদি রোগের অবস্থায় তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে জ্বর প্রবল হইয়া উঠে, ক্ষুধা মান্দ্য হয় এবং ক্ষুর ও পায়ের মধ্যে নালী ঘা থাকাতে ক্ষুর খসিয়া পড়িতে পারে, পা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, ফোড়া হয় এবং দশবারো দিনের মধ্যে পশু মরিয়া যায়।

ব্যবস্থা।——পীড়িত পশুকে গৃহমধ্যে পরিষ্কার রাখা উচিত। ঘরের মেজে যেন খুব পরিষ্কার থাকে এবং গৃহমধ্যে যেন ভালরূপ বাতাস খেলিতে পারে।

দিনের মধ্যে দুই তিনবার গরম জলে পশুর মুখের ক্ষতাদি ধুইয়া দেওয়া উচিত। আর নিম্নলিখিত ঔষধের জলে ধৌত করিলে বিশেষরূপ উপকার হইতে পারে।

ফটকিরি	...	...	...	সওয়া তোলা।
জল	...	...	...	আধ সের।

লিখিত ফট্‌কিরি জলে গুলিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিতে হইবে।

গরম জল দ্বারা দিনে দুই তিনবার পা ও ক্ষুর ধুইতে হইবে। আর ক্ষুরের মধ্যস্থ যোড়মুখের ময়লাদি অতি সাবধানে বাহির করিয়া দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে সেক দেওয়াও আবশ্যক। সেক দিয়া নিম্নলিখিত মলম বাঁধিয়া দিলে শীঘ্র আরাম হইয়া উঠিবে।

কর্পূর	...	...	...	একভাগ।
তার্পিণ তৈল	...	...	...	সিকি ভাগ।
মসিনা তৈল	...	...	...	চারি ভাগ।

লিখিত দ্রব্যগুলি ভাল করিয়া মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে মাংস বৃদ্ধি হইতেছে, তখন তাহাতে অল্পপরিমাণে তুতের গুঁড় দেওয়া উচিত।

পালান, বাঁট প্রভৃতি যে সকল স্থানে ঘা থাকে, তাহা পরিষ্কার করিয়া সেই সকল স্থানে লিখিত মলমের পটি দেওয়া উচিত। এই পটি দিলে বাঁটে ও মুখে মাচিতা পড়িতে পারে না।

যদি পশুর অত্যন্ত জ্বর থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর মধ্যে যে কোনটী ব্যবহার করাইতে পারা যায়।

কর্পূর	...	...	...	বারো আনা।
সোরা	...	...	...	এক তোলা।
মদ	...	...	...	আধ ছটাক।

মদে কর্পূর গলাইয়া পরে তাহাতে সোরা দিয়া একসের ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া পশুকে দিন দুইবার সেবন করাইতে হইবে।

সোরা	...	...	...	সওয়া তোলা।
লবণ	...	...	...	আড়াই তোলা।
চিরতার গুঁড়	...	...	...	আড়াই তোলা।
গুড়	...	...	...	দেড় সের।

সমুদায় দ্রব্য এক সঙ্গে আধসের জলে মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ সেবন করাইবে। কার্ব্বোলিক ওয়েল দ্বারাও অনেক সময় ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

পথ্য।—দুর্ব্বাঘাস কিম্বা মটরের কচি গাছ প্রভৃতি নরম অথচ টাটকা দ্রব্য পথ্যে ব্যবহার করা উচিত। আর চাউল তিন পোয়া, পাঁচসের জলে দেড়ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা কাপড়ে ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে আধ ছটাক লবণ, কিম্বা দেড় ছটাক মাত গুড় মিশাইয়া খাইতে দিতে পারা যায়।

এদেশে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, পীড়িত পশুর পায়ের গোচ পর্য্যন্ত জলে কিম্বা কাদায় ডুবাইয়া থাকিবার জন্য বান্ধিয়া রাখে। উহা দ্বারা মাস্তেপাড়া যদিও নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু সময় সময় লোম ও ক্ষুরের মধ্যে বালি ও কাদা প্রবেশ করাতে ক্ষুর খসিয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মুষ্টি-যোগ।

সহজ উপায়ে হটাৎ বাহ্যে করাইতে হইলে অল্প পরিমাণ লবণের সহিত মুক্তাবর্শির পাতা রগড়াইয়া মলদ্বার মুখে একটু গুঁজিয়া রাখ, অনতিবিলম্বে বাহ্য হইবে। আবাল বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই খাটিতে পারে।

স্ফোটক—ফোড়ার উপর কাঁটানটের পুল্টিস্ দিলে উহা আপনা হইতেই ফাটিয়া যাইবে।

সাবান এবং চিনির প্রলেপ ফোড়ার উপর লাগাইলেও উহা ফাটিয়া যায়।

ফোড়া বসাইতে হইলে বটের আঠা তাহার উপর দিয়া তাহাতে শিমুলের তুলা লাগাইয়া দিলে উহা বসিয়া যাইবে।

ঘরগৈলে বা ছোট গৈলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া, ওষ্ঠ ব্রণ, পিষ্ঠাঘাত এবং বাগি প্রভৃতি সমুদায় ভাল হয়। অর্থাৎ এই প্রলেপের আশ্চর্য্য গুণ যে, কাঁচা অবস্থায় প্রলেপ দিলে বসিয়া যায় এবং পাকার অবস্থায় ব্যবহার করিলে পূঁজ নির্গত হইয়া শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

কৃষ্ণকলী ও জবা ফুলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয়।

পুঁই পাতায় গাওয়া ঘৃত মাখাইয়া তাহা ফোড়ার উপর লাগাইয়া রাখিলে ফোড়া আপনা হইতেই গলিয়া যায়।

পায়রার গরম বিষ্ঠা ফোড়ার উপর দিলেও উহা গলিয়া যায়।

রাত্রান্ধ—পান ছেঁচিয়া পরিষ্কার নেকড়ায় একটী পুঁটলি করতঃ তিন চারি দিন চোকে এক এক ফোটা দিলে অনেক স্থলে আরাম হয়।

আধ ছটাক পরিমাণ কডলিবর ওয়েল দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া আহারের পূর্ব্বে বা পরে দুই তিন দিন সেবন করিলে রাতকাণা ভাল হইয়া থাকে।

পাঁঠার মেটে ভাজিয়া দিন কতক আহার করিলে রাত্রান্ধতা ভাল হয়।

গাওয়া ঘৃত কিছু দিন ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দিলেও রাতকাণা আরাম হইয়া থাকে।

মাথার মরামাস—গরম জলে কর্পূর ও সোহাগা মিশাইয়া জল শীতল হইলে তদ্দ্বারা মাথা ধৌত করিলে মরামাস উঠা নিবারণ হয়।

অগ্নি-কারক—কাঁচা পেপের বোঁটার দিকে কাটিলে যে আঠা নির্গত হয়, তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে যে গুঁড় প্রস্তুত হইবে, তাহা মন্দাগ্নি নিবারণের উত্তম ঔষধ। বালকে এক আনা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি আধ আনা পরিমাণ জলের সহিত হয় আহারের পূর্ব্বে কিম্বা পরে সেবন করিবে।

আধ ছটাক পরিমাণ গোঁড়া লেবুর রসে একটী গেঁটে কড়ি দিয়া পূর্ব্বরাত্রে রাখিতে হইবে, পরদিন প্রাতে তাহাতে অল্প পরিমাণ ইক্ষু চিনি দিয়া সেবন করিলে তিন চারি দিনের মধ্যে মন্দাগ্নি ভাল হয়।

বাতাবী লেবুর রোপণ-প্রণালী।

বাতাবী লেবু এদেশীয় ফল নহে, উহা বটেবিয়া নামক স্থান হইতে আনীত হইয়া এদেশে উহার চাষ আবাদ হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে দেশ মধ্যে উহার যেরূপ গাছাদি হইয়াছে, তাহাতে অনেকেরই মনে বিশ্বাস আম্র ও কাঁঠালের ন্যায় এই সুখাদ্য ফল এতদ্দেশীয়। ফলতঃ উহা আমাদের দেশীয় ফল নহে। তবে ফলের মধুরতা জন্য দিন দিন দেশ মধ্যে বাতাবীর আদর বৃদ্ধি হইতেছে।

বাতাবী লেবু যেরূপ সুখাদ্য সে পরিচয় বোধ কাহাকেও দিতে হয় না। সকলেরই রসনা উহার অম্ল-মধুরতা গুণের সুখ্যাতি করিয়া থাকে। বাতাবী মাত্রেই যে বেশ সুখাদ্য তাহা নহে। উহার মধ্যে আবার ভাল মন্দ দুইটী শ্রেণী আছে। যে বাতাবীর খোসা পাতলা, রোয়া রস-পূর্ণ এবং আস্বাদ অম্ল-মধুর তাহাই উৎকৃষ্ট। কোন কোন লেবুর মধ্যভাগ গাঢ় লাল, কোন কোন লেবুর মধ্যভাগ পাতলা লাল, আবার কোন কোন জাতীয় লেবুর মধ্যস্থল শাদা দেখা যায়। ফলতঃ ভাল জাতীয় বাতাবীর চারা রোপণ করাই সুপরামর্শ।

দুই প্রকার নিয়মে বাতাবী লেবুর চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বীজ হইতে এবং কলম বাঁধিয়া। জীজের চারা অপেক্ষা কলমের গাছই ভাল। কারণ অল্প দিনের মধ্যে এবং মূল গাছের অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইলে কলম বাঁধাই যুক্তিসিদ্ধ। বীজের চারায় ফল ফলিতে কখন কখন ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্তও সময় অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু কলম-জাত চারায় ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই ফল ফলিয়া থাকে।

লেবুর সকল বীজেই ভালরূপ চারা হয় না। সুপক্ক লেবুর পুষ্ট বীজই চারা তৈয়ার করিবার পক্ষে প্রশস্ত। আমরা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বীজ নির্ব্বাচন দোষে অনেক প্রকার ফুল ও ফলের দিন দিন অধোগতি সাধিত হইতেছে। অতএব বীজের প্রতি দৃষ্টি রাখাই যে কোন চাষ আবাদের উন্নতির মূল তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

এক্ষণে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন বীজ ও কলম দুই উপায়ে

বাতাবীর চারা প্রস্তুত করিতে হয় এবং কোন্ প্রকারে চারা তৈয়ার করিলে ফলের উন্নতি হইয়া থাকে, তাহাও বোধ হয় আর উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। গৃহস্থদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আমরা ক্রমে ক্রমে ঐ উভয় প্রকার রোপণের প্রথাই উল্লেখ করিতেছি।

জীজের চারা—ভাল ভাল জাতীয় সুপক্ক বাতাবীর পুষ্ট বীজ নির্ব্বাচন করিতে হয়। টব, গামলা এবং ক্ষেত্রে সকল স্থানেই উহা রোপণ করিতে পারা যায়। কিন্তু প্রথমে ভূমিতে রোপণ না করিয়া কোন পাত্রে রোপণ করাই ভাল। কারণ তাহা হইলে উই, কেঁচো এবং পিপীলিকা লাগিয়া বীজের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, আর একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, আবশ্যক মত উহাতে রৌদ্র ও বৃষ্টি প্রভৃতি লাগাইতে পারা যায় না। দো-আঁশ মাটিতেই বাতাবী লেবু ভাল জন্মিয়া থাকে। অতএব ঝুরা দো-আঁশ মৃত্তিকা কোন পাত্রে পূর্ণ করিয়া তাহাতে ফাক ফাক করিয়া এক একটী বীজ পুতিতে হয়। উহা অধিক মাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট না করিয়া কেবলমাত্র মুখটিতে মৃত্তিকার আচ্ছাদন পড়িবে এইরূপ ভাবে, রোপণ করিতে হইবে।

বীজ রোপণের পর মধ্যে মধ্যে মাটীর অবস্থা বুঝিয়া উহাতে জল দিতে হয়, অর্থাৎ মাটী যেন অল্প রসাল থাকে। মাটী রস-যুক্ত থাকিলে অল্প দিনের মধ্যেই বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া উঠে। চারা বাড়িতে আরম্ভ হইলে মধ্যে মধ্যে উহার গোড়া খুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। চারি পাঁচ অঙ্গুলি হইতে এক কিম্বা দেড় হাত পর্য্যন্ত বড় চারা তুলিয়া স্থায়ীরূপে রোপণ করিতে পারা যায়। চারা তুলিবার সময় বিশেষ সাবধানতা সহকারে উহা তুলিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ সেই সময় মূল শিকড় কাটিয়া গেলে গাছের বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে। চারা রোপণ সময়ে মৃত্তিকার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; কারণ যখন উৎকৃষ্ট জাতীয় লেবুর বীজে মৃত্তিকার দোষে ফলের গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। তখন সে বিষয়ে তাচ্ছিল্য করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দো-আঁশ মৃত্তিকায় ফল ভাল হইয়া থাকে, সেইরূপ এটেল মাটীতেও ফল মন্দ হয় না। কিন্তু বেলে মাটীতে রোপণ করিলে ফলে ভালরূপ রস হয় না।

অন্যান্য ফলের ন্যায় প্রতি বৎসর আশ্বিনের শেষে এবং কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই গাছের গোড়া খুড়িয়া পুনর্ব্বার তাহা সার দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া উচিত। পাইটের গুণেও যে ফলের উৎকৃষ্টতা সাধিত হইয়া থাকে, তাহাও যেন রোপণ কর্ত্তার মনে থাকে।

ফাল্গুণ মাসে বাতাবী লেবুর ফুল হইতে থাকে। সে সময় বৃক্ষের নিকটাবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া যে এক প্রকার প্রাণ-মাতানে সৌরভ বিস্তার হইতে থাকে, কেবলমাত্র সেই সুগন্ধ উপভোগ করিয়াই বৃক্ষাদি রোপণের সমুদায় পরিশ্রম সফল বোধ হইয়া থাকে।

গাছের চারার অবস্থায় উহা ভাল করিয়া ঘেরিয়া রাখা আবশ্যক, কারণ গো এবং ছাগাদি পশু উহার প্রধান শত্রু। কোন জন্তুতে একবার পাতা খাইলে সে ক্ষতি পূরণ করিতে বিস্তর সময় অপেক্ষা করিতে হয়। অতএব কোন প্রকার পশুতে যেন চারার কোন প্রকার অপকার করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হয়।

কলম।—যোঁড় ও গুল দুই প্রকার কলম দ্বারা বাতাবী লেবুর চারা হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে গুল কলমই অতি সহজ। মনে করিলে প্রত্যেক গৃহস্থই উহা বাঁধিতে পারেন। যে নিয়মে আম্রের যোড় কলম বাঁধিতে হয়। ইহারও যোড় বাঁধার পক্ষে সেই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

তরলবাজ ও সেটে নামক যে এক প্রকার লেবু আছে, তাহার চারার সহিত বাতাবীর শাখায় যোড় বাঁধিলে সহজেই চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, বীজের দোষে লেবু ভাল মন্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ অনেক স্থনে আবার দেখিতে পাওয়া যায়, কলম বাঁধা অর্থাৎ ডাল নির্ব্বাচন দোষেও অনেক সময় গৃহস্থদিগকে বিফল মনোরথ হইতে হয়। কারণ যে কোন ফল বৃক্ষের সকল শাখা-জাত চারায় ভালরূপ ফল ফলে না। বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে যে ক্রেতাগণ অনেক সময় চারা খরিদ করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, বিক্রেতাগণ শাখার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সহজে

যত চারা প্রস্তুত করিতে পারে, সেই দিকেই সমধিক দৃষ্টি রাখিয়া থাকে, সুতরাং তাহারা যে কোন শাখায় কলম বাঁধিয়াই চারা তৈয়ার করিয়া থাকে। যে সকল শাখা নীচের দিকে মুখ করিয়া থাকে, সেই সকল ডালে কলম বাঁধিলে ভালরূপ ফল ধরে না, কখন কখন আবার এরূপও দেখাগিয়াছে যে, ঐরূপ ডালে কলম বাঁধিয়া যে চারা প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই চারায় আদৌ ফল ধরে না। সকল বীজ-জাত চারায় যেমন ফল ধরে না, সেইরূপ সকল শাখা-জাত চারাতেও ফল ফলিতে দেখা যায় না। গাছের যে সকল শাখা বেশ তেজাল সেই সকল শাখায় কলম বাঁধাই উত্তম যুক্তি।

যে সকল গাছের ফল উৎকৃষ্ট বলিয়া বিশেষরূপ জানিত, সেই সকল গাছেই কলম বাঁধা উচিত। নতুবা উপযুক্ত মত পরিশ্রম করিয়া শেষে মন্দ ফল ফলিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। অতএব শেষে যাহাতে ক্ষুদ্ধ হইতে না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখাই সুপরামর্শ।

বৎসরের মধ্যে আবার সকল সময়ে কলম বাঁধা চলে না। আষাঢ় ও শ্রাবণ প্রভৃতি বর্ষাকালে কলম বাঁধাই প্রশস্ত। অন্যান্য গাছের ন্যায় লেবুর গুল কলম বাঁধিলে শীঘ্র শিকড় বাহির হয় না। কখন কখন কলমে চারা হইতে তিনি মাস পর্য্যন্তও সময় লাগিয়া থাকে।

যে শাখা সরল এবং নিতান্ত কচি নহে, এরূপ অবস্থার ডালে কলম বাঁধাই ভাল। কারণ নিতান্ত কোমল শাখায় কলম বাঁধিলে তদুৎপন্ন চারা শীঘ্র মরিয়া যাইবার সম্ভব। কিন্তু ঐরূপ শাখায় অল্প দিনের মধ্যে চারা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। আর কঠিন অর্থাৎ যে সকল শাখার কাঠ শক্ত, তাহাতে কলম বাঁধিলে শিকড় নির্গত হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে। শাখার নিতান্ত গোড়ায় কলম না বাঁধিয়া তাহার যে স্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেঁকড়ী সকল নির্গত হইয়া থাকে, তাহার কিছু দূরে পশ্চাৎ দিকে কলম বাঁধাই প্রশস্ত।

শাখার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরী দ্বারা ডালটী বেড়িয়া একটী গোল দাগ দিতে হইবে। এবং তাহার ঠিক নীচে তিন

চারি আঙ্গুলের পর ঐরূপ আর একটী দাগ দিয়া প্রথম দাগ হইতে নিম্নের দাগ পর্য্যন্ত লম্বালম্বী ভাবে ছাল চিরিয়া দিতে হইবে। এখন সেই ছালখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া ফেলা আবশ্যক।

ডালের ছাল তোলা হইলে সেই স্থানে গুল কলম বাঁধিতে হয়। এক দলা দো-আঁশ মাটির কাদা প্রস্তুত করিয়া তাহা দুই খণ্ড করতঃ দুই হাতে ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত ছাল তোলা স্থানে টিপিয়া দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। পরে সেই মৃত্তিকা লেপিত স্থান চট্ কিম্বা নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা জড়াইয়া দিতে হয়। এই আবৃত মৃত্তিকা যাহাতে শুষ্ক না হইতে পারে, তজন্য তাহার উপর একটী ছিদ্রযুক্ত ভাঁড় জল পূর্ণ করিয়া রাখিলে ভাল হয়। কারণ ঐ ছিদ্র পথে সর্ব্বদা জল বিন্দু বিন্দু পতিত হইয়া কলম স্থান রসাল রাখিতে পারে। যদি কলম বাঁধার পর সর্ব্বদা বৃষ্টি হয়। তবে ঐ পরূ নিয়মে জল দেওয়ার কোন আবশ্যক হয় না।

কলম বাঁধা স্থান হইতে শিকড় বাহির হইলে সেই শাখার বন্ধন স্থানের উভয় মুখ কাটিয়া লইলেই কলম কাটা হইল।

এখন এই চারা কোন একটী স্থানে হাপোর দিয়া তথায় কিছু দিন রোপণ করিয়া রাখিলে ভাল হয়। পরে তথা হইতে তুলিয়া মনোনীত স্থানে রোপণ করিলেই কলমের চারা রোপণ করা হইল।

চারা রক্ষা ও পাইটাদি করিবার পক্ষে পূর্ব্বে যে সকল নিয়ম উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই আর কিছু করিতে হইবে না।

প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে দুই একটী বাতাবী লেবুর গাছ রোপিত হইলে ফলের জন্য অন্যের মুখ অপেক্ষা করিতে হয় না। আমরা চারা রোপনাদি সম্বন্ধে যে সকল বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া সকল গৃহস্থই এই সুখাদ্য ফল বৃক্ষের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

চিনি-প্রস্তুত।

গৃহস্থ ঘরে চিনি প্রায় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। যে দ্রব্য সর্ব্বদা ব্যবহারে লাগিয়া থাকে, তাহার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া প্রতি গৃহে উহার প্রস্তুত নিয়ম জানিয়া রাখা যে অতীব আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না। এদেশে দুই প্রকার চিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইক্ষু ও খর্জ্জুর-জাত। এই উভয় প্রকার চিনির মধ্যে ইক্ষু চিনি হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে পবিত্র। এজন্য উহা দৈব-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চিনি প্রস্তুতের নিয়ম অতি সহজ; মনে করিলে প্রত্যেক গৃহেই উহা প্রস্তুত হইতে পারে। যে সময় নূতন গুড় উঠিয়া থাকে, সেই সময় যদি আবশ্যক পরিমাণ গুড় দ্বারা চিনি প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সম্বৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। এই প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য যেরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, এক্ষণে তাহা লিখিত হইতেছে।

সকল প্রকার গুড় দ্বারা ভাল রকম চিনি প্রস্তুত হয় না। যে গুড়ে রসযুক্ত দানা থাকে, তাহাতেই উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হয়। প্রথমে একটী পেতেতে সার গুড় ফেলিয়া রাখিতে হইবে। ঐ পেতেটীর নিম্নে স্বতন্ত্র একটী গামলা অথবা তদ্‌সদৃশ কোন পাত্র রাখা আবশ্যক। কারণ পেতেতে গুড় ফেলিলে তাহার সেটে অর্থাৎ মাত ঝরিতে থাকে, সুতরাং পেতেটি যদি কোন পাত্রে বসান না যায়, তাহা হইলে ঐ সেটে মাটীতে পড়িয়া নষ্ট হইবার সম্ভব কিন্তু কোন পাত্রে স্থাপন করিলে সে অপচয় সহ্য করিতে হয় না। দুই তিন দিন পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় থাকিলে গুড় হইতে অধিক পরিমাণ সেটে নির্গত হইয়া থাকে। পরে ঐ পেতেস্থ সার গুড়ে জলের ছিটা দিয়া নদী এবং পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যে এক প্রকার পাটা শেওলা (শৈবাল) জন্মিয়া থাকে, তাহা পেতের গুড়ের উপর চাপা দিয়া রাখিতে হয়। শেওলা চাপা গুড় আটদিনের মধ্যেই শাদা রঙের হইয়া উঠে। এই সময় একটী কথা মনে রাখা উচিত যে, পেতের উপরিভাগে

গুড় যেরূপ শাদা রঙের হইয়া থাকে, ভিতরের গুড় সেরূপ হয় না। এজন্য যে পর্য্যন্ত শাদা বর্ণ দেখা যায়, সেই পর্য্যন্ত চাঁচিয়া তুলিয়া লইতে হয়। পেতের শাদা গুড় চাঁচিয়া লইয়া অবশিষ্ট লালী গুড়ের উপর পূর্ব্ববৎ শেওলা চাপা দিয়া রাখিতে হইবে এবং নিয়মিত সময়ে অর্থাৎ পেতের উপরিভাগের গুড় শাদা হইলে তাহাও আবার চাঁচিয়া লইতে হইবে। এইরূপ নিয়মে সমস্ত পেতের গুড় চাঁচিয়া লইতে হয়।

পেতে হইতে প্রথমে যে শাদা গুড় তুলিয়া লওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে উত্তম চিনি হয় না। এজন্য উহা দ্বারা পুনর্ব্বার ভাল চিনি তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ সেই দোলো বা খাঁড় একখানি খোলাতে অল্প পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া তাহা জ্বালে চড়াইতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল মিশ্রিত দুগ্ধের ছিটা মারিতে হয়। দুগ্ধ মিশ্রিত জল দিলে উহার যাবতীয় ময়লা অর্থাৎ গাদ উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে কিন্তু প্রথম দিনের গাদ না কাটিয়া জ্বাল হইতে নামাইয়া অন্য একটী দ্রব্য চাপা দিয়া রাখিতে হয়। প্রথম দিনের ন্যায় দ্বিতীয় দিনেও আবার উহা জ্বালে চড়াইয়া দুগ্ধ মিশ্রিত জলের ছিটা দিয়া গাদ তুলিতে হয়। যখন দেখা যাইবে সমুদায় গাদ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, তখন তাহা জ্বাল হইতে নামাইয়া খোলার গায়ে তাড়ু দ্বারা অনবরত নাড়িতে চাড়িতে হইবে, এইরূপ ভাবে নাড়া চাড়া করিলে তাহা কঠিন আকারে জমিয়া যাইবে।

এক্ষণে ঐ কঠিন দ্রব্য একখানি তক্তার উপর স্থাপন করিয়া নোড়া দ্বারা বাটিয়া লইলেই আমাদের ব্যবহার্য্য চিনি প্রস্তুত হইল।

চিনি প্রস্তুত এবং তাহা পরিষ্কৃত করিবার জন্য ইংরাজেরা বিস্তর উন্নতি সাধন করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে তাহার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। আজকাল চিনি একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৎসর বিস্তর চিনি এদেশ হইতে ইয়ুরোপ প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইতে

আরম্ভ হইয়াছে। ফলতঃ চিনির যেরূপ আদর, এই সময় হইতে উহার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে বিলক্ষণ লাভের সম্ভব।

বিবিধ তত্ত্ব।

কালীর দাগ—কাপড়ে যদি কালির দাগ লাগে, তবে সেই স্থানে প্রথমে মোমবাতি কিম্বা চর্ব্বি দ্বারা ঘসিয়া পরে সাবানে ধৌত কর, উহা উঠিয়া যাইবে।

কাষ্টকির দাগ—কোন স্থানে কাষ্টকির দাগ লাগিলে, সেই দাগের উপর যদি আইওডাইড অব্ পোটাস্ গুলিয়া রগড়ান যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা উঠিয়া যাইবে।

বস্ত্রাদিতে তৈলের দাগ—বস্ত্রাদিতে তৈল, চর্ব্বি কিম্বা আলকাতরা প্রভৃতি লাগিলে যে দাগ পড়ে, তাহা পরিষ্কার করিতে হইলে কতকগুলি লেবুর ফালি এবং একটী আখরোট ফলের পরিমাণ পোটাস দুই পাউণ্ড জলে বেশ করিয়া গুলিয়া লও এবং উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে এক দিন রৌদ্রে রাখ। রৌদ্রে দেওয়ার পর উহা একখানি পরিষ্কৃত বস্ত্রে ছাঁকিয়া বোতলে পূর্ণ করতঃ তাহার মুখ ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখ। বস্ত্রাদিতে পূর্ব্বোক্ত যে কোন প্রকার দাগ পড়িলে সেই দাগের উপর বোতলের আরক বেশ করিয়া মাখাইয়া রগড়াইতে থাক। অনন্তর তাহা জলে ধৌত করিয়া দেখ, সমুদায় দাগ উঠিয়া গিয়াছে।

রেশমীবস্ত্রে দাগ—কিঞ্চিৎ স্প্রিট্ অব টার্পেণ্টাইন লইয়া যে কোন রেশমী বস্ত্রের দাগের উপর ঘসিতে থাক, দেখিবে অনতিবিলম্বে তাহা উঠিয়া যাইবে।

পিপীলিকা—কোন স্থানে পিপীলিকার অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হইলে তথায় খানিক কর্পূর ছড়াইয়া দেও, দেখিবে উহারা আপনা হইতেই পলায়ন করিবে।

আঠা—এরারুট জলে গুলিয়া আগুণে সিদ্ধ করিয়া লও, উত্তম

আঠা প্রস্তুত হইবে, তদ্দ্বারা কাগজাদি আঁটিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

পচা দ্রব্য—কোন স্থানে আবর্জ্জনাদি পচিয়া অথবা অন্য কোন গলিত দ্রব্যের দুর্গন্ধ উঠিতে আরম্ভ হইলে তাহাতে কয়লা মিশাইয়া রাখিলে সমুদায় দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে; কারণ কয়লার এমন একটী অসাধারণ গুণ আছে যে, বিকৃত দ্রব্যাদির বাষ্প আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে এবং তাহা হইতে আর উহা বহির্গত হইতে পারে না। এজন্য কয়লা দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। পানীয় জল পরিষ্করণে, পীড়িত ব্যক্তির গৃহস্থিত বায়ুর দূষিত শক্তি নষ্ট করিতে কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুখে দুর্গন্ধ হইলে নিত্য কয়লার গুঁড়া দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিলে তাহা নিবারিত হয়। কয়লা দ্বারা যে সকল উপকার হইয়া থাকে, সময়ান্তরে তাহার বিশেষ উল্লেখ করিব ইচ্ছা আছে।

কৃষি ব্যবহার্য্য-সার।

আহার গ্রহণ করিলে যেরূপ প্রাণি-শরীর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, উদ্ভিদ্-দিগের পক্ষেও সেইরূপ সার আহারের ন্যায় তাহাদিগের পুষ্টি-সাধন এবং ফুল ও ফলের উন্নতি-বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এস্থলে আর একটী কথাও মনে রাখা আবশ্যক, অর্থাৎ যে সকল পদার্থে আমাদের শরীর নির্ম্মিত অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ এবং অস্থি প্রভৃতি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে সকল উপাদান বর্ত্তমান, সেই সকল উপাদানের সহায়তা করিতে সমর্থ, এরূপ আহারই যেমন জীব শরীরে উপকার হইয়া থাকে এবং তাহার অভাব-জনক কোন খাদ্য আহার করিলে যেমন শরীর রক্ষা হয় না; সেইরূপ যে সকল উদ্ভিদের চাষ আবাদ করিতে হয়, কোন্ কোন্ পদার্থ দ্বারা তাহাদিগের পুষ্টি-সাধন হইতে পারে, তাহা না জানিয়া চাষ আবাদ করিলে কোন ফল দর্শে না। এদেশে কৃষি কার্য্যের যে, দিন দিন অধোগতি সাধিত হইতেছে, সার নির্ব্বাচন এবং তাহার উপযুক্ততার অভাব যে, একটী প্রত্যক্ষ কারণ

কোন গৃহস্থই তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া চাষে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং পর্য্যাপ্ত পরিমাণ যে ফসলাদিতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি!

সারের মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে এবং সেই সেই পদার্থে কোন্ কোন্ উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা পাঠ করিয়া বোধ হয় এদেশের অনেকেই হাস্য করিয়া উঠিবেন কিন্তু তাঁহারা যদি ইয়ুরোপ এবং আমেরিকার কৃষি-কার্য্যের বিবরণ পাঠ করেন, তাহা হইলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, সারের গুণাগুণ পরীক্ষা ও তাহার ব্যবহার দ্বারা তাঁহারা কৃষি-কার্য্যের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। সে যাহা হউক আমরা পাঠকবর্গকে সার সম্বন্ধে স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত করাইয়া প্রস্তাব শেষ করিব।

অম্লজান, যবক্ষারজান, আঙ্গরিকাম্ল ও জলজান এবং পটাশ, ম্যাগ্‌নেশিয়া, ফস্‌ফরস্, চূণ প্রভৃতি কতকগুলি বায়বীর এবং কতকগুলি পার্থিব পদার্থ গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ্ শরীর পরিপোষণ হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে বায়বীয় পদার্থ (সার) তাহারা প্রয়োজনমত বায়ু হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পার্থিব সার মূল দ্বারা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি-সাধন করতঃ ফুল, ফল, পত্র প্রভৃতি দ্বারা আমাদের উপকার সাধন করে। ফলকথা সহজে এইরূপ মনে রাখা উচিত, গাভীকে যেমন তাহার দেহের পুষ্টি-জনক খাদ্য প্রদান করিলে দুগ্ধ পাওয়া যায়। সেইরূপ যে কোন উদ্ভিদ্ হইতে ফল শস্যাদি গ্রহণ করিতে হইলে তাহার দেহের উপযুক্ত খাদ্য বা সার ক্ষেত্রে প্রদান না করিলে তাহা লাভ করিতে পারা যায় না।

নানাবিধ দ্রব্য হইতেই উদ্ভিদ্‌দিগের পোষণোপযোগী সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণিদিগের মল-মূত্র, অস্থি ও বোদ মাটী এবং খৈল প্রভৃতি অনেক প্রকার সার ব্যবহার হইয়া থাকে। সচরাচর উদ্ভিজ্জ-সার, প্রাণি-সার এবং মিশ্র-সার এই ত্রিবিধ সার ব্যবহার করিতে হয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সার যে, আবার উদ্ভিদ্‌দিগের প্রকৃতি অনুসারে ক্ষেত্রে প্রদান করিয়া চাষ আবাদ করিতে হয়, পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক।

কোন্ কোন্ সার কি প্রকার নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, তদ্বিবরণ পাঠ করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য আমরা স্থানান্তরে তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া সাধারণের গোচর করিব।

বঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবার।

বাঙ্গালীর গৃহস্থালী পাঁচটী লইয়া; পাঁচটিতে মিলিয়া মিশিয়া—পাঁচ প্রাণে এক প্রাণ হইয়া বাঙ্গালীর এই একান্নবর্ত্তী পরিবার—দুঃখের সংসারে সুখের প্রস্রবণ—সন্তোষের উৎস উৎপাদন করে। যখন নিরাশায় জীবনে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় বোধ হয়—যখন বিষাদের প্রচণ্ড আঘাতে হৃৎপিণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া দশদিক শূন্য দেখিতে হয়—যখন অখিল বিশ্বের মধ্যে "আহা" কথাটী বলিবার জন্য কাহাকেও খুজিয়া মিলে না—তখন এই পরিবারমণ্ডলী সেই হতাশ হৃদয়কে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে—তাহার সজীবতা প্রদান করে।

তাই বলি—একান্নবর্ত্তী পরিবার বঙ্গ গৃহে বড়ই আদরের জিনিষ। সেই জন্যই পশ্চাত্য অর্থবাদ যতই বলুক না কেন, আমরা অন্তরের সহিত এ রীতির অনুরক্ত।

তবে ইহার অপব্যবহারের নিমিত্ত আজিকালি কেহ কেহ ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। কিরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রার্থনীয়—কি উপায়ে তাহা সংগঠিত হইতে পারে এবং তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধিই বা কি—গৃহস্থালীর এই সকল অতি গুরুতর কথার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব।

সহবাস মানব প্রকৃতির মুখ্য অঙ্গ। সহবাস ব্যতীত মানব সমাজ কিছুতেই সজীব থাকিতে পারে না—লোকস্থিতি ক্ষণকালের নিমিত্তও টিঁকিতে পারে না। ইহা সামাজিক সংগঠন (Manufacture) নহে; ইহা প্রাকৃতিক উৎপত্তি (Growth)। জগতের আদিম অবস্থা হইতে আজি পর্য্যন্ত অতি অল্প মানব-প্রকৃতি এবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে বাঙ্গালীর সংসার আজি একান্নবর্ত্তী পরিবারে পরিণত হইয়াছে।

নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিলে ইহাতে যে, কেবলমাত্র শুভই দৃষ্ট

হইবে এমত নহে। ইহাতে দোষও আছে; তবে দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগটা যে বেশী তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু জগতের কোন বস্তুই বা ভাল মন্দে জড়িত নয়?—

প্রথমতঃ ইহাকে ধরিয়া আমাদের মানসিক প্রকৃতির বিচার করা যাউক। বঙ্গগৃহে পাঁচটীতে একত্র সহবাস দ্বারা স্নেহ, ভক্তি ভালবাসা এবং সহানুভূতি প্রভৃতি আমাদের প্রকৃতির উচ্চ বৃত্তিসমূহ সবিশেষ পরিচালিত হয় এবং উন্নত ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা অতি সহজ কথা ও সকলেই বলিয়া থাকেন। সুতরাং অধিক করিয়া সে মোটা কথা বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। ভগ্নীর ত্যাগ স্বীকার—ভার্য্যার পরিচর্য্যা—জননীর স্নেহ-জনিত উৎকণ্ঠা,—জনকের অভয়দান—ভ্রাতার উৎসাহ বর্দ্ধন আমরা প্রত্যেকে প্রত্যহ উপভোগ করিতেছি। হিন্দু পরিবারের এই সমস্ত মহৎ ভাব দেখিয়াই জনৈক ইয়ুরোপীয় মহোদয় পণ্ডিত একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "কেন আমি হিন্দুগৃহে জন্মিলাম না।" অধিক কি আমরা একথাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, কোম্‌তের (Religion of humanty) নরপূজা ধর্ম্মের বিধান, আদর্শ হিন্দু-পরিবারের অপেক্ষা উচ্চদরের পদার্থ নহে। একথা অতি রঞ্জিত নহে। আমাদের রামায়ণ মহাভারতে যে ভাবে নর চরিত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—ও যেরূপে পারিবারিক সহানুভূতি প্রদর্শিত হইয়াছে, বলিতে কি পাশ্চাত্য কল্পনায় সে ভার উদয় হইতে পারে না এবং আমরা তাহা যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ—হাজার সত্য হউক না কেন—পৃথিবীর অন্য কোন জাতি সেভাব ততদূর উচ্চভাবে ধারণা করিতে সক্ষম নহে। তাই বলিয়া "ভারতেই যে মানব প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব" একথা আমরা বলিতেছি না। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বঙ্গের আদর্শ একান্নবর্ত্তী পরিবার অনেক সভ্য জাতির সংসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এবং বঙ্গে পারিবারিক সহানুভূতি যতদূর সম্ভব, তাহা অন্য কোন স্থানে সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমরা বিলক্ষণ সন্দিহান আছি।

এই পারিবারিক সহানুভূতি হইতে মনুর যে সংসার-বিধান বা মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে (অন্য বিধানগুলি যেরূপ হউক না কেন) তাহা

পাশ্চত্য ব্যবস্থা প্রণালী অপেক্ষা অতি উচ্চ দরের পদার্থ। সমদর্শীতা এবং সহানুভূতির যতদূর পরাকাষ্ঠা আমাদের বিধানে দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি আবার একদেশদর্শীতার চূড়ান্ত প্রমাণ পাশ্চাত্য নীতিতে জাজ্বল্যমান। একটী সাধারণ কথায় উদাহরণ স্বরূপ উত্তরাধিকার স্বত্বের বিষয় বিবেচনা করুন। অবশ্য অর্থবাদের (Economical coven) কথা ছাড়িয়া দিলে বিষয় বিভাগে এরূপ সমদর্শীতা অতি অল্প জাতির শাস্ত্রেই পাওয়া যায়।

এখন কথা এই যে, এরূপ ভালবাসা, সহানুভূতি ও মমতার মধ্যে কি হৃদয়-বিদারক বিচ্ছেদ, গ্লানিময় বিষাদ নাই? যদি থাকে তবে এরূপ একত্র সহবাসকে এত বাড়াইবার প্রয়োজন কি?—কিন্তু বিচ্ছেদ বিষম্বাদ নাই কোথায়?—ইতিহাসে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একত্র সহবাস ও তজ্জনিত সহানুভূতি সত্বেও অনেক রাজসংসারে পিতা পুত্রে—ভ্রাতা ভগ্নিতে অতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিবাদ সংঘটন হইয়াছে। তথাপি এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে আমরা ভালবাসার বিলক্ষণ আঁটাআঁটি দেখি এবং হিন্দু সংস্কারের চক্ষে বোধ হয় যেন এ বন্ধন ছিন্ন করা বড় একটা সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ দুর্ঘটনা সত্বেও আমরা বলিব যে, এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে সহবাস-জনিত ভালবাসার বিলক্ষণ আধিক্য আছে এবং সেই জন্যই অদ্যাপি ভ্রাতাগণের মধ্যে সংসার পৃথক হইলে আমাদের চক্ষে তাহা বড়ই বিষদৃশ বোধ হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য অনেক জাতির মধ্যে এরূপ ভ্রাতাগণের পার্থক্য ত দূরের কথা—এমন কি সচরাচর পিতা পুত্রের মধ্যে যে, সংসার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে তাহাও কিছুমাত্র দূষণীয় নহে। স্বীকার করিলাম এরূপ সাংসারিক পার্থক্যে আর্থিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে—স্বীকার করিলাম এরূপ পার্থক্যে অনেক সময় সাংসারিক ব্যাপারে সচ্ছন্দতা সংঘটিত হইতেও পারে কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ নীতি কি পাশব ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না—? সন্তান উপযুক্ত হইল—খুঁটিয়া খাইতে শিখিল আর উড়িয়া পলাইয়া গেল—পশ্চাতে বৃদ্ধ পিতা মাতার দিকে ফিরিয়া চাহিল না—তাহাদের জন্য ভাবিল না, এমন কি তাহাদের সহিত যে পূর্ব্বের কিছু মাত্র সম্বন্ধ ছিল এমন ভাবও মনে স্থান দিল

গৃহস্থালী।

দ্বিতীয় ভাগ।

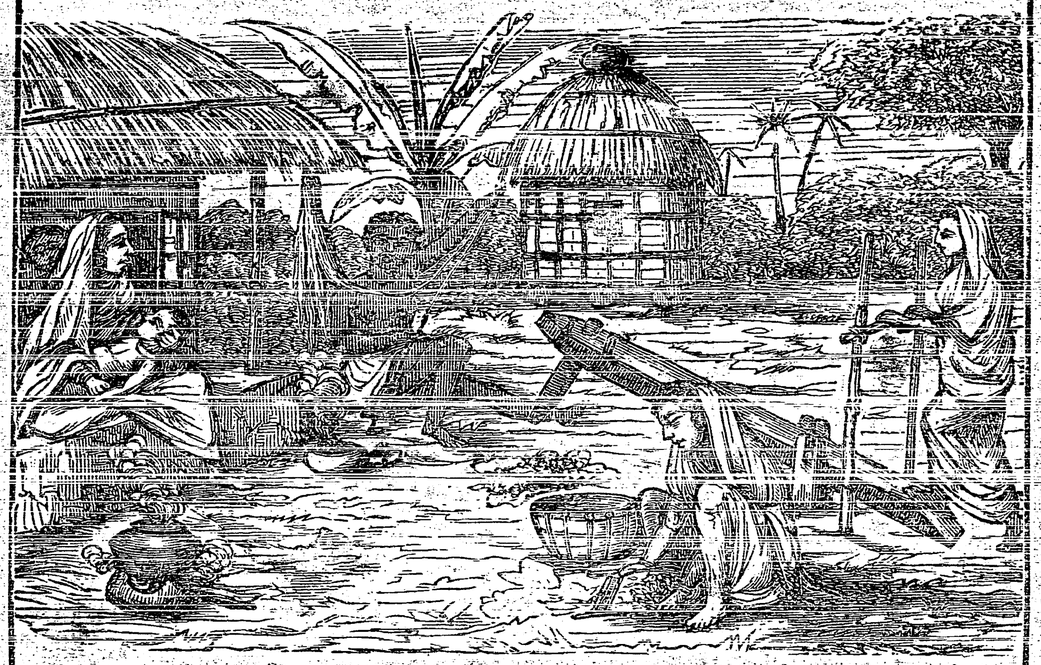

সংসার।

স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় শ্রেণী লইয়াই সংসার; সুতরাং সংসারের উন্নতি অবনতি স্ত্রী পুরুষের বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচক্ষণতা এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। যে সংসারে স্ত্রী কিম্বা পুরুষের মধ্যে এই সকল গুণের অসদ্ভাব দেখা যায়, সে সংসার কখনই উন্নতির পথে গমন করিতে সমর্থ হয় না। ফলতঃ সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে উভয়েরই সমানরূপ যত্ন করিতে হয়।

১৭৭/২

সংসার আমাদের প্রথম শিক্ষার স্থল; এই ক্ষেত্র হইতেই আমরা জীবনের উচ্চতম অধিকার সমূহ লাভ করিয়া থাকি। এজন্য এই আশ্রম অতি পবিত্র এবং উন্নতি-শীল করিতে চেষ্টা করা গৃহীর পক্ষে একটী মহৎ কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ সাধনের বীজ সংসার ক্ষেত্রে রোপিত থাকে, গৃহী ইচ্ছা করিলে ঐ চতুর্ব্বিধ ফল উপভোগ করিতে পারেন। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য, প্রাণপণে সংসারের উন্নতি সাধনে যত্ন করা। আহার নিদ্রার সুব্যবস্থা করিলেই যে, সংসারের উন্নতি সাধিত হইল, তাহা মনে করা উচিত নহে। বনের পশু পক্ষীরাও আহার নিদ্রার সুখভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং কেবলমাত্র ঐ সকলের উপর সাংসারিক উন্নতি নির্ভর করে না। সাংসারিক উন্নতি বহুব্যাপার সাধ্য। সংসারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেই ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হয়। অংশ লইয়াই সমষ্টি, সুতরাং অংশে যে গুণ থাকিবে, সমষ্টিও যে, সেই সকল গুণের আধার হইয়া উঠিবে, তাহা বলা বাহুল্য। এজন্য সংসারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সমানরূপ যত্ন ও কর্ত্তব্য জ্ঞান না থাকিলে, সে সংসার কখনই সুখের সংসার হইতে পারে না।

আজীবন যে স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে—যে স্থান হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সমূহ সফল করিতে হইবে—যে স্থান ভাবী বংশ পরম্পরার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায় হইবে, সেই সংসারাশ্রম প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ক্রীড়া ভূমি; অতএব কিরূপ নিয়মে এই সংসারাশ্রমের উন্নতি সাধন করিতে হইবে—কিরূপ নিয়মে ইহাতে সুখ সৌভাগ্য বিচরণ করিবে তাহা শিক্ষা করা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ইয়ুরোপীয়দিগের সংসারের সহিত তুলনা করিলে আমাদিগের সংসারাশ্রমের কার্য্য অতি গুরুতর। কারণ আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকে বহু পরিবার লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় না। এক স্ত্রী পুরুষ লইয়াই তাঁহাদিগের সংসার। বহু পরিবার লইয়াই আমাদের সংসার গঠিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কতকগুলি লোকের একত্র সমাবেশ বড় সহজ কথা নহে। ভক্তি, স্নেহ এবং প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ রাখাই সংসারের প্রধান

শাসন। যেখানে ইহার অভাব লক্ষিত হয়, সেইখান হইতেই বিষময় ফল ফলিতে দেখা যায়। এজন্য সংসারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি মার্জ্জিত ও উচ্চভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে স্ত্রী ও পুরুষ লইয়াই সংসার; অতএব সংসারের দায়িত্ব এই উভয়েরই উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এজন্য সংসারের প্রতি কাহারও কোন বিষয় অবহেলা করা উচিত নহে। গৃহের কর্ত্তার উপর যে সকল কার্য্য-ভার ন্যস্ত থাকে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাঁহার যেমন যত্ন করিতে হয়, সেইরূপ গৃহিণীর কর্ত্তব্য-কার্য্য সমূহও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া আবশ্যক। কারণ এই উভয়ের কার্য্যের সুব্যবস্থার উপর সংসারের জীবন নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে ইহাও জানা আবশ্যক, ঐ সুব্যবস্থা আবার শিক্ষা সাপেক্ষ। ভালরূপ শিক্ষা না করিলে কোন মতেই সংসারের উন্নতি হইতে পারে না।

এ সংসারে গৃহীর শিক্ষণীয় নহে, এমন বিষয় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ গৃহীর শিক্ষার ইয়ত্তা নাই। সংসারের শ্রীবৃদ্ধি জন্য তাঁহার সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এমন কি গৃহপালিত পশু পক্ষী হইতে মনুষ্যের প্রতিপালন পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হয়। "গৃহস্থালী" এই শিক্ষাদানের ভার লইয়াই সংসারে উপস্থিত। এজন্য গৃহস্থগণের যাহা যাহা প্রধান শিক্ষণীয় সেই সকল বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সংসার যেন সোণার সংসার হয়, গৃহস্থালীর ইহাই একমাত্র কামনা।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সাংসারিক নিয়মের দিন দিন পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। সন্তানাদি প্রতিপালন, আহার ব্যবহার, বিদ্যাশিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিতেছে, অতএব এই পরিবর্ত্তনের সময় যাহাতে সাংসারিক উন্নতির কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না ঘটে, তদ্বিষয়ে যত্নশীল থাকা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় এদেশে এ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের কোন প্রকার সুব্যবস্থা নাই। গৃহস্থালী দ্বারা যদি তাহার কিছুমাত্র উপকার সংসাধিত হয়, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। সহজ কথায় বলিতে হইলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে,

গৃহস্থালী প্রতি সংসারের সুনির্ম্মল দর্পণ স্বরূপ। অতএব সকল সংসারে ইহার আদর দেখিলে আমরা যার-পর-নাই সুখী হইব।

উচ্চ হইতে পতন।

ছাদ এবং বৃক্ষ প্রভৃতি উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে, কেবলমাত্র যে, হস্ত পদাদি ভাঙ্গিবার আশঙ্কা থাকে এরূপ নহে, তদ্বারা অনেক সময় জীবন পর্য্যন্তও নষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য কোন উচ্চ স্থানে উঠিতে হইলে অতি সাবধানতার সহিত উঠা আবশ্যক। কোন কোন বালকের এরূপ স্বভাব যে, তাহারা সর্ব্বদা বৃক্ষে উঠিয়া থাকে। বৃক্ষে উঠিবার সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ বৃক্ষের যে সকল শাখা ভাঙ্গিবার সম্ভব তাহা আশ্রয় করা উচিত নহে।

কোন কোন বালক ঘুড়ী উড়াইতে উড়াইতে এতদূর অন্যমনস্ক হইয়া থাকে যে, ঘুড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চাৎ আসিতে আসিতে নিম্নে পতিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য যে ছাদের চারিধার ঘেরা নহে, তথায় তাহাদিগকে কোন প্রকার খেলা করিতে দেওয়া উচিত নহে।

কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া অচেতন হইলে তাহাকে সমান স্থানে শোয়াইয়া ঘন ঘন বাতাস দিতে হইবে এবং শীতল জল দ্বারা সর্ব্বদা তাহার মস্তক এবং চোকে ও মুখে ছিটা মারিতে হইবে। যদি দেখা যায় পতিত ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ হইয়াছে, তবে কালবিলম্ব না করিয়া তাহার দুই পাশে দুই ব্যক্তি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এক একজনে রোগীর এক এক বাহুর কণুয়ের কাছে ধরিয়া দুই জনেই এক সময়ে রোগীর দুই বাহু তাহার দুই কাণে লাগাইবে; এইরূপ করিলে ফুস্‌ফুসে বাতাস প্রবেশ করিবে। দুই পল পরে আবার দুই জনে একত্রে রোগীর বাহু বুকের উপর দিয়া অল্প চাপিয়া উহার দুই পার্শ্বে বসিবে। ইহা দ্বারা ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু নির্গত হইয়া শ্বাস বহিতে থাকিবে। আবার পূর্ব্ববৎ রোগীর দুই বাহু তাহার মাথার উপর তুলিবে। এইরূপ খানিকক্ষণ করিলে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকিবে।

আর যদি পতিত ব্যক্তির শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে। অথচ সে অজ্ঞান ভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, তাহার মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়াছে, তখন কাল বিলম্ব না করিয়া যদি বরফ পাওয়া যায়, তবে তাহা তদভাবে শীতল জল তাহার মস্তকে সর্ব্বদা দিতে হইবে। রোগীর অজ্ঞানাবস্থায় যদি কর্ণ হইতে শোণিত নির্গত হইতে থাকে, তবে জানিতে হইবে যে, তাহার মস্তকের অভ্যন্তরস্থ কোন অস্থিতে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। এরূপ আবস্থায় রোগী প্রায় অজ্ঞান হইয়া থাকে। চিকিৎসকের আগমন পর্য্যন্ত বরফ কিম্বা শীতল জল তাহার মস্তকে দেওয়াই প্রধান উপকার। এরূপ ব্যক্তির জীবন রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।

উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে অস্থি ভঙ্গ, অস্থি স্থানচ্যুত, অঙ্গ বিশেষ মোচড় খাওয়া অথবা থেঁতলিয়া যাওয়া এবং কাটিয়া রক্তপাত এই কয়েকটী অবস্থা হইবার সম্ভব।

পতিত ব্যক্তিকে শায়িত করাইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিলে ঐ সকল লক্ষণ জানিতে পারা যায়। লম্বাভাবে শোয়াইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক অর্থাৎ হাত, পা এবং বুক প্রভৃতি কোন স্থানের হাড় ভাঙ্গিয়াছে কিম্বা উহা স্থানচ্যুত হইয়াছে কি না। যদি অস্থি স্থানচ্যুত কিম্বা ভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে সুদক্ষ চিকিৎসক আনাইয়া তাহার চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কারণ চিকিৎসায় বিলম্ব হইলে আঘাত প্রাপ্ত স্থান যদি ফুলিয়া উঠে, তবে হাড় সরাইয়া কিম্বা যোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা কঠিন হইয়া উঠিবে।

চিকিৎসক আসিতে যে সময় লাগিবে, এই সময়ের মধ্যে রোগী যে ভাবে শুইয়া থাকিতে আরাম বোধ করিবে, তাহাকে সেইভাবে শয়ন করিতে দিবে।

যদি কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়, তবে রক্তস্রাব বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পতিত হইয়া যদি কাঁটা প্রভৃতি শরীরে ফুটিয়া যায়, তবে তাহাও অবিলম্বে বাহির করিয়া দিতে হইবে।

অস্থি সন্ধিস্থানচ্যুত।—অর্থাৎ সন্ধিস্থলে আঘাত প্রাপ্ত হইলে তত্রস্থ অস্থি সরিয়া যায়। সরিয়া গেলে সে স্থান ফুলিয়া উঠে; সে অঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না; অর্থাৎ হাড় সরিয়া সে অঙ্গ বড় কিম্বা ছোট দেখায় আর সন্ধিস্থল একস্থান উচু কিম্বা নীচু হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে বিচক্ষণ চিকিৎসকের দ্বারাই চিকিৎসা করান বিধি। কিন্তু চিকিৎসক না পাওয়া গেলে যে গাঁইটের হাড় সরিয়া যায়, সে স্থান কোন কঠিন স্থানে রাখিয়া (অর্থাৎ যেন না সরিয়া যায়) অথবা হাত দিয়া ধরিয়া যে স্থান হইতে হাড় সরিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে যাহাতে তাহা আসিতে পারে এরূপ নিয়মে ধীরে ধীরে টানিতে হইবে। বলপূর্ব্বক টানিলে শিরাদি ছিঁড়িয়া অন্য রকম বিপদ হইবার সম্ভব। হাড় বসাইতে হইলে আদৌ বিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক; কারণ বিলম্ব হইলে উহা বসান কঠিন হইয়া উঠিবে। আর যদি রোগী বলবান এবং তাহার মাংস পেশী সমূহ দৃঢ় থাকে; তবে হাড় টানিলে সহজে উহা সরিয়া আইসে না। এজন্য প্রথমে তাহার মাংস পেশী সমূহ শিথিল অর্থাৎ ঢিলা করিবার ব্যবস্থা করিয়া হাড় সরাইয়া দিতে হইবে। রোগীকে গরম জলে স্নান কিম্বা বমি হওয়ার ঔষধ সেবন করাইলে তাহার মাংস পেশী শিথিল হইয়া আসিবে, তখন আস্তে আস্তে হাড় টানিয়া পূর্ব্বস্থানে আনিবার চেষ্টা করা উচিত।

হাড় বসান হইলে নেক্‌ড়া দ্বারা বেণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ বেণ্ডেজ না বাঁধিলে হাড় পুনর্ব্বার সরিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। হাড় বসান হইলে তাহার পর যদি সে স্থান ফুলিয়া উঠে, তবে গুলার্ডাস্ লোসন (Goulords Lotion) অথবা শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে।

জ্বর না হইলে সহজ অবস্থায় রোগী যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহাই পথ্যে ব্যবহার করিবে। জ্বর হইলে রোগীর ন্যায় আহারের ব্যবস্থা।

অল্প চেষ্টাতে যদি হাড় না বসে, তবে ১২।১৪ দিনের মধ্যেও কোন চিকিৎসকের নিকট লইয়া গেলেও চলিতে পারে। কিন্তু বিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র বসাইতে পারা যায়, তাহাই উত্তম।

অস্থিভঙ্গ।—অস্থিভঙ্গ হইলে অঙ্গের স্বাভাবিক আকার থাকে না, নড়

নড় করিতে থাকে, সেই অঙ্গ নাড়িলে ভিতর হইতে হাড়ে হাড়ে ঠেকা-ঠেকির ন্যায় শব্দ হয়, ঐ অঙ্গ সহজে নাড়িতে চাড়িতে পারা যায় না, ঐ অঙ্গ অনেক ছোট হইয়া যায়।

এইরূপ অবস্থা ঘটিলে চিকিৎসকের সাহায্য লওয়াই সুপরামর্শ। তবে যেখানে চিকিৎসক না পাওয়া যায়, তথায় লিখিত নিয়মে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার দুইধার ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিতে হইবে, উহা এরূপ হিসাবে টানিতে হইবে যে, যে অঙ্গে আঘাত না লাগিয়াছে ভগ্ন অঙ্গ যেন ঠিক সেই পরিমাণ আকারে উপস্থিত হয়। ঠিক এইরূপ অবস্থা হইলে ভগ্ন স্থানের উপর ও নীচে দুইখানি কাঠের বাড় দিয়া বেণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে হইবে। এ স্থলে আর একটী কথা মনে রাখা উচিত, অর্থাৎ হাড় ভাঙ্গিলেই যে, তাহা টানিয়া দিতে হইবে, এরূপ নহে, যেখানে ভাঙ্গিয়া উহা যদি স্বাভাবিক আকারেই থাকে, সেখানে টানিবার কোন প্রয়োজন হয় না। টানিবার নিয়ম এই যে, ভগ্ন অস্থি যেন ঠিক মুখামুখী হইতে পারে।

অন্যূন এক মাসের মধ্যে হাড় যোড়া হইতে পারে, কিন্তু দেড় মাস পর্য্যন্ত বন্ধন রাখা আবশ্যক। তবে বেণ্ডেজ ঢিলা হইলে মধ্যে মধ্যে উহা আঁটিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

রোগী অধিক দুর্ব্বল হইলে অল্প পরিমাণে মদিরিকা অথবা এমোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিতে হইবে। আর যদি ভগ্ন স্থান ফুলিয়া উঠে এবং বেদনা থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত আরক লাগাইয়া দিবে।

পতিত ব্যক্তির অঙ্গ কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে, প্রথমেই সেই কর্ত্তিত স্থানে যে সকল পদার্থ প্রবেশ করিয়া থাকে, তৎসমুদায় বাহির করিয়া দিতে হয়। উহা বাহির করিয়া দেওয়ার পর যদি ক্ষতস্থান হইতে লাল রক্ত পড়িতে থাকে, তবে ক্ষত স্থানের উপরে পটি বাঁধিয়া দিতে হইবে। আর যদি কাল্‌ছে ধরণে রক্ত পড়িতে থাকে তবে ক্ষত স্থানের নীচে বাঁধিয়া দিতে হইবে। এরূপ বাঁধিবার কারণ এই যে, আমাদের

শরীরে দুই প্রকার রক্ত চালিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে রক্ত পরিষ্কৃত তাহা সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হয়, আর যাহা অপরিষ্কৃত তাহা পরিষ্কৃত হইবার জন্য বক্ষস্থলের দিকে সঞ্চার হয়। সুতরাং ক্ষত স্থানের উপরে বাঁধিলে লাল রক্ত নির্গত হইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। আর কাল্‌ছে রক্ত ভিতরের দিকে গমন করিতে থাকে, ক্ষত স্থানের নীচে বাঁধিলে তাহা বাহিরে না পড়িয়া শরীরের অভ্যন্তরে গমন করিবে।

কর্ত্তিত স্থান টানিয়া উভয় মুখ যতদূর জুড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেইরূপ করিয়া বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। পরে ক্ষত স্থানের উপর একখানি পাতলা নেক্‌ড়া আচ্ছাদন করিয়া তাহার উপর তামাকের গুলচূর্ণ দিয়া বাঁধিয়া দিলে প্রায় জোড় লাগিয়া যাইবে। প্রথম দিন এইরূপ বাঁধিয়া দ্বিতীয় দিন উহা খুলিলে যদিও সম্পূর্ণ জোড়া না লাগে, তবে অনেকটা পূরিয়া আসিবে। পরে তাহাতে শুকা মলম দিলেই আরাম হইবে। তামাকের গুলের অভাবে দুর্ব্বা ঘাস চিবাইয়াও বাঁধিয়া দিলে উপকার হইবে।

অস্ত্র দ্বারা পরিষ্কাররূপে কাটিয়া গেলে, কাটা মুখের দুই ধার টানিয়া জুড়িয়া বাঁধিয়া রাখিলেই জোড় লাগিয়া যাইবে।

থেঁতলিয়া যাওয়া।—সুজি কিম্বা পাঁউরুটির পুল্‌টিস্ বাঁধিয়া রাখিলে সহজেই আরাম হইতে পারে। আর যদি এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ লেড্ পাওয়া যায়, তবে তাহার পটি বাঁধিয়া রাখিলেই সদ্য আরাম হয়। সহজ রকম থেঁতলান হইলে ঠাণ্ডা জলের পটি বাঁধিয়া রাখিলেই আরাম হইবে। অধিক থেঁতলিয়া গেলে গরম জলে সে স্থানটী ধুইয়া চিটাগুড় নেক্‌ড়ায় লাগাইয়া উক্ত স্থানে পটি বাঁধিয়া দিবে। আঘাত লাগিবামাত্র সেস্থানে যদি একভাগ টিংচার অব আর্ণিকা ও আট ভাগ জল মিশাইয়া পটি দেওয়া যায়, তবে শীঘ্র আরাম হইতে পারে। আর যাহাদিগের রক্তের তেজ কম অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রভৃতি ব্যক্তির কোন স্থান থেঁতলিয়া গেলে সে স্থানে মদের সেক দিলে আশু উপকার হইবার কথা।

মোচড় খাওয়া।—মোচড় খাওয়া অনেকে সহজ আঘাত মনে করিয়া

থাকেন, কিন্তু কখন কখন ইহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার অপেক্ষা অধিক দিন পর্য্যন্ত কষ্ট থাকে। যে স্থলে মোচড় লাগে, তথায় হয় ঠাণ্ডা জলের পটি কিম্বা গরম জলের সেঁক দিলে উপকার হইতে পারে। দুই তিন দিন পর্য্যন্ত গরম জলের সেঁক দিয়াও যদি আরাম না হয়, তবে আধ ছটাক নিষাদল তিন পোয়া ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া উক্ত স্থানে পটি দিবে। মোচড়ান স্থানে অধিক বল প্রকাশ পূর্ব্বক নাড়া-চাড়া করা উচিত নহে, অথচ একেবারে নাড়া-চাড়া বন্ধ করিলেও উক্ত স্থান বদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভব; এজন্য অল্প অল্প চালিত করা আবশ্যক। চূণ, হরিদ্রা এবং সোরা এক সঙ্গে গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও আরাম হইতে পারে। লবণের পুটলি করিয়া মোচড়ান স্থানে সেঁক দিলেও সহজে আরাম হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক প্রসব।

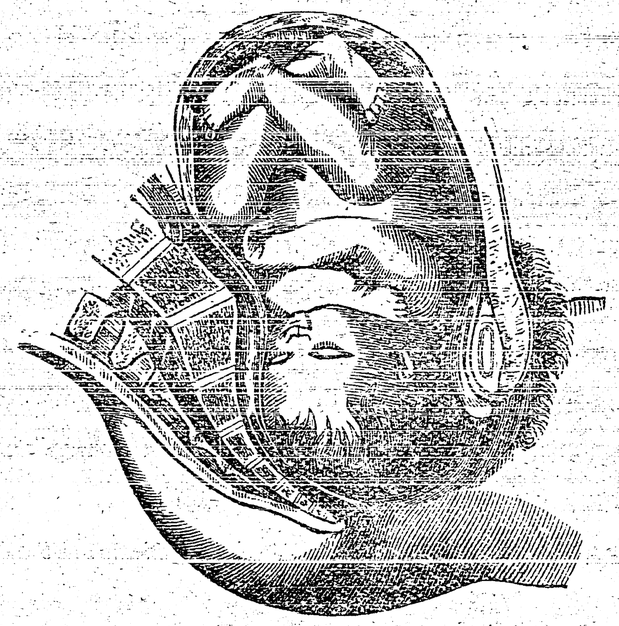

প্রসব কার্য্য সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক প্রসব। স্বাভাবিক প্রসবে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া

থাকে। এবং প্রসূতি প্রায় সহজেই সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন; কোন প্রকার বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। অগ্রে সন্তানের মস্তক নির্গত হইয়া থাকে এবং আপনা হইতেই ফুল পড়ে, সুতরাং ধাত্রীকে বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হয় না। এই প্রস্তাবের শিরো-ভাগে স্বাভাবিক প্রসবের একটী চিত্র প্রদর্শিত হইল। চিত্রে যেরূপভাবে সন্তান নির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এইরূপভাবে প্রসব হওয়াকেই স্বাভাবিক প্রসব কহিয়া থাকে।

অস্বাভাবিক প্রসবে নানা প্রকার বিপদের আশঙ্কা হইয়া থাকে। এমন কি সন্তান ও প্রসূতি উভয়েরই মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিবার গুরুতর সম্ভব। ধাত্রী ও গৃহস্থগণকে বিশেষরূপ ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। অস্বাভাবিক প্রসবে গৃহস্থ ও ধাত্রীকে কি কি কার্য্য করিতে হয় এবং প্রসূতিই বা কিরূপ অবস্থায় থাকিবেন স্থানান্তরে তাহার সবিস্তার বিবরণ লিখিত হইবে। এক্ষণে স্বাভাবিক প্রসবের বিবরণ লিখিত হইল।

আসন্ন প্রসবার লক্ষণ।—যখন দেখা যাইবে, প্রসূতির পেট ছোট হইয়া আসিয়াছে, ঘন ঘন প্রস্রাব ও বাহ্যে হইতেছে, পেটের কামড়ানি ও শূলানি হইতেছে, পেটের ভিতর অল্প অল্প মোচড়াইতে থাকে; প্রসব দ্বার দিয়া লালার ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতে থাকে; এই সকল লক্ষণের সহিত কোমর হইতে বেদনা আসিয়া পেটে ও উরুতে সঞ্চার হইলে; এই বেদনার প্রথম অবস্থায় বোধ হয় পেটের ভিতর যেন মোচড়াইয়া উঠে ও কাটিয়া যাইতেছে, পরে এমন একটী বেদনা হয়, তদ্বারা বোধ হয় যেন পেট হইতে কোন পদার্থ বাহির হইবে, কোমর পেট এবং উরুদেশে ক্রমে ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হইতে থাকে, প্রসূতি দম বন্ধ করিয়া কোঁত দিতে আরাম বোধ করেন। এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেই তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ধাত্রী আনয়ন করিবে।

ধাত্রী।—ধাত্রী আসিতে বিলম্ব হইলে নিম্ন লিখিত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভব।

(ক) সন্তান ও প্রসূতির মৃত্যু হইতে পারে। রক্তস্রাবে প্রসূতির ও শ্বাস রোধেই সন্তানের মৃত্যুর কারণ।

(খ) স্বাভাবিক প্রসব অস্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে। প্রসব সম্বন্ধে যে সকল সুবিধা থাকে, তাহা হারাইতে হয়।

(গ) গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অন্য ধাত্রী অনুসন্ধান করিতে হয়।

এই সকল অসুবিধা নিবারণ জন্য পূর্ব্ব হইতে ধাত্রী ঠিক করিয়া রাখা গৃহস্থগণের অতীব কর্ত্তব্য।

ধাত্রী প্রসূতির নিকট উপস্থিত হইয়াই পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, প্রসব হইতে কিরূপ বিলম্ব আছে। ধাত্রী বাঁ হাতের অঙ্গুলে তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া প্রসব দ্বারে প্রবিষ্ট করিয়া দেখিবে জরায়ুর মুখ নরম ও খুলিয়া আসিতেছে কি না। যদি খুলিয়া আসিতে বিলম্ব থাকে বোধ হয়, তবে প্রসূতিকে বাঁ কাইতে শোয়াইয়া রাখিবে। আর যদি জরায়ুর মুখ নরম ও খোলার মত বোধ হয়, তবে জানিবে প্রসব হইতে অধিক বিলম্ব নাই। যদি জরায়ুর মুখ প্রশস্ত হইয়া সন্তানের মস্তক বাহির হইবার উপক্রম হয়, আর মস্তক নিতান্ত বড়ও নহে, তাহা হইলে ধাত্রী আর কিছুই না করিয়া প্রসূতিকে বাঁ কাইতে শোয়াইয়া পা অল্প গুটাইয়া অর্থাৎ বাঁ পার উপর ডাইন পা উঁচু করিয়া রাখিতে ব্যবস্থা করিবে।

প্রসবের প্রথম অবস্থায় বেদনা একটু বিলম্বে বিলম্বে আরম্ভ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় ঘন ঘন বেদনা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এবং প্রথমেই সন্তানের মস্তক বাহির হয়। এই সময় ধাত্রী প্রসূতির প্রসব দ্বার ও গুহ্যদ্বারের মধ্যস্থলে বাঁ হাত দিয়া থাকিবে; কারণ এই সময় ভিতর হইতে চাড় পাইয়া প্রথম গর্ভিণীর ঐ স্থান চিরিয়া যাইবার খুব সম্ভব। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ঐরূপ চাপিয়া ধরিবার আর প্রয়োজন হয় না, তখন ধাত্রী প্রসূতির পেট অল্প চাপিয়া ধরিবে, তাহাতে রক্তস্রাব কমিয়া আসিবে এবং সহজেই ফুল নির্গত হইবে।

এখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন প্রসবের প্রথম অবস্থায় বেদনা আরম্ভ হইবে এবং জল ভাঙ্গিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। এবং তৃতীয় অবস্থায় ফুল পড়িবে। লিখিত নিয়মে প্রসব হইলে কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকে না।

প্রসবের সময় আর্গট্ অব রাইয়ের গুঁড়া অথবা তাহার আরক ডাক্তার খানা হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। কারণ জল ভাঙ্গার পর যদি বেদনা জুড়াইয়া যায়, তবে দেড় আনা পরিমাণে উক্ত গুঁড়া এবং আরক হইলে ত্রিশ ফোটা, আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর জলের সহিত মিশাইয়া প্রসূতিকে সেবন করিতে দিতে হইবে। এই ঔষধের অভাবে সোহাগার গুঁড়া আধ ভরি করিয়া জলে গুলিয়া ঐরূপ নিয়মে সেবন করাইবে। আর পেটে হাত বুলাইতে থাকিবে। কিন্তু জরায়ুর মুখ না খুলিলে উহা সেবন করান অবিধি। আর যদি প্রসূতি বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন অথচ জরায়ুর মুখ খুলিতে বিলম্ব আছে বোধ হয়, তবে বমি করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই সময় মুখের মধ্যে চুল গুঁজিয়া দিলে সহজে বমির উপক্রম হইবে। ডাক্তারি মতে টার্টার-এমেটিক আধ রতি এক পোয়া জলের সহিত মিশাইয়া আধ ছটাক করিয়া আধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হইবে। ইহা দ্বারা জরায়ুর মুখ নরম হইয়া খুলিয়া আসিবে।

প্রসবের পর সন্তান ও প্রসূতির শুশ্রূষাই ধাত্রীর প্রধান কাজ। কি নিয়মে ঐ সকল কার্য্য করিতে হইবে আগামী বারে তাহা লিখিত হইবে।

সাধারণ উপদেশ।—গৃহে আসন্না প্রসবা থাকিলে গৃহস্থগণকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা আবশ্যক। প্রসবসময়ে যাহা যাহা প্রয়োজন হইয়া থাকে, পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রসূতি দুর্ব্বল কিম্বা পীড়িতা হইলে সুচিকিৎসকের সাহায্যে প্রসব করান ভাল। প্রসবকালে প্রসূতি যাহাতে কোন প্রকার ভয় প্রাপ্ত না হয়েন, এরূপ সাহস-জনক কথা বলিতে হয়। আমাদের দেশে "জাওয়ানে" বসাইয়া প্রসব করার যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এজন্য শয়ন করাইয়া প্রসব করানই ভাল। বিছানায় একখানি মোমজামা পাতিয়া দিলে রক্তপাতে শয্যা ময়লা হইতে পায় না। প্রকৃত প্রসব বেদনা উপস্থিত না হইলে প্রসূতিকে বেগ অর্থাৎ কোঁত দিতে চেষ্টা করান যে, যার-পর-নাই বিপদের বিষয় প্রত্যেক গৃহস্থের যেন তাহা মনে থাকে; অসময়ে বেগ দিলে বিপদকে ডাকিয়া আনা হয়। অর্থাৎ উহা দ্বারা প্রসূতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, সুতরাং বেগ দেওয়ার উপযুক্ত

সময় আর বেগ দিতে সমর্থ হয়েন না। আর একটী অপকার এই হইয়া উঠে, ইহা দ্বারা অতিরিক্ত রক্তপাতে প্রসূতির জীবন লইয়া শেষে টানাটানি উপস্থিত হয়। জরায়ুর মধ্যে সন্তান মাথা হেঁট করিয়া অবস্থিতি করে। অধিক বেগ দিলে কখন কখন সন্তানের অবস্থিতি থলি বা কখন সন্তান সরিয়া পড়িতে পারে; কখন কখন জরায়ু ছিঁড়িয়া মহা অনিষ্ট হইবারও গুরুতর সম্ভব।

প্রসবের পূর্ব্বে প্রসূতিকে প্রায় প্রস্রাব ও বাহ্যে যাইতে দেখা যায়। এজন্য তৎকালে সূতিকা গৃহ হইতে উঠিয়া অন্য স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবার নিমিত্ত গমন করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ কখন কখন এমনও ঘটিতে দেখা যায়, মল-মূত্র ত্যাগের বেগের সহিত সন্তানও ভূমিষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বারা সন্তানের নানা প্রকার অনিষ্ট এমন কি কঠিন স্থানে পতিত হইয়া জীবন নাশের আশঙ্কাও হইতে পারে।

কখন কখন দেখা যায়, প্রসব হইতে বিলম্ব ঘটিলে কোন কোন অজ্ঞ ধাত্রী প্রসব দ্বারে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া সন্তান বাহির করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্য যে, যার-পর-নাই অনিষ্ট-কর তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে থাকে। প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত আচরণ করিতে গেলেই যে, নিদ্রিত বিপদকে জাগরিত করিয়া দেওয়া হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন দেখা যাইবে, প্রসব হইতে বাস্তবিক অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতিও ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, তখন আর বিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লওয়াই সুপরামর্শ।

কড়ি কাষ্ঠ।

গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে কাষ্ঠ একটী প্রধান উপকরণ। কাষ্ঠের মূল্য সমুদায় ব্যয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ হইয়া থাকে। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে কাষ্ঠ এত অধিক পরিমাণে আবশ্যক হইলেও ভাল করিয়া কাষ্ঠ পরীক্ষা করিয়া লইতে অনেকেই প্রায় অবগত নহেন। কিরূপ কাষ্ঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সচরাচর কাষ্ঠে কিরূপ দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, কি প্রকার দোষ

কাষ্ঠের পক্ষে নিতান্ত অপকারী, কোন্ কোন্ দোষ তাদৃশ অনিষ্ঠ-কর নহে, কোন্ কাষ্ঠ কোন্ কার্য্যে বিশেষ উপযোগী, গৃহের প্রস্থের ন্যূনাধিক্য অনুসারে কড়ি কাষ্ঠের প্রস্থ ও উচ্চতায় কিরূপ তারতম্য হওয়া উচিত, ইত্যাদি বিষয় অধিকাংশ গৃহস্থই বিদিত নহেন। সাধারণের সুবিধার্থে, গৃহনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ সম্বন্ধে স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে সাল ও সেগুণ কাষ্ঠই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কএক বৎসরাবধি উৎকৃষ্ট সাল কাষ্ঠের তাদৃশ আমদানি না থাকায় সেগুণ কাষ্ঠই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। উক্ত দুই প্রকার কাষ্ঠ ব্যতীত, অনেক পল্লীগ্রামে আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, জারুল প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের কাষ্ঠও গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

সমুদয় বৃক্ষই উহাদের চারি ধারে প্রতি বৎসর নূতন কাষ্ঠের উৎপত্তি হওয়ায়, পরিবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আঁশ ও গঠনের তারতম্য অনুসারে সমুদয় বৃক্ষ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর বৃক্ষের আঁশগুলি সরল এবং ঐ সকল আঁশ পরস্পর পৃথক পৃথকরূপে অবস্থিত থাকে। নূতন ছে-মুখে পরীক্ষা করিলে ঐ সকল বৃক্ষ প্রতি বৎসর কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার বৃক্ষের সংখ্যাই অধিক এবং ইহারাই গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপর শ্রেণীর বৃক্ষের আঁশ গুলি পরস্পর এরূপে মিশ্রিত হইয়া যায় যে, কোন্ আঁশগুলি পূর্ব্বে ও কোন্ গুলি পরে জন্মিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাল, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর বৃক্ষগুলি শক্ত ও লম্বা হইলেও নিতান্ত সরু হইয়া থাকে, সুতরাং সুত্রধরের কার্য্যে বা হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে তাদৃশ উপযোগী নহে।

যাঁহারা গৃহাদিতে কেবলমাত্র সাল ও সেগুণ কাষ্ঠ ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে বৃক্ষ কাটাইয়া কার্য্য করিতে হয় না। কিন্তু পল্লীগ্রামে অনেক গৃহস্থকেই বৃক্ষ ছেদন করিয়া, তক্তা, জানালা, দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে হয়। বৃক্ষচ্ছেদন করিবার উপযুক্ত সময় আছে। এক ঋতুতে গাছ কাটিলে

উহার কাষ্ঠ যাদৃশ শক্ত ও কার্য্যোপযোগী হয়, অপর ঋতুতে কাটিলে তাদৃশ হয় না। কিন্তু এ বিষয়টী সকলে অবগত নহেন। না জানিয়া অনেকে অনুপযুক্ত সময়ে গাছ কাটিয়া, উহার কাষ্ঠ নষ্ট করিয়া ফেলেন। বৃক্ষ সকল শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। বসন্তকালে এই রস অধিক পরিমাণে উত্থিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য এই কালে বৃক্ষগুলি সতেজ দেখায়; অধিকাংশ গাছের নূতন পাতা গজায়, ফুল ফুটে ও শোভা বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে গাছের গুঁড়িগুলি রসে ভরা থাকে। এই কালে বৃক্ষ চ্ছেদন করা উচিত নহে। বসন্ত অন্তে ঐ রস নিম্নাভিমুখে নামিতে থাকে এবং ক্রমে রসাভাবে অনেক গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। যে সময়ে সমুদয় রস নামিয়া যায় এবং বৃক্ষ শিকড় দ্বারা তাদৃশ রসাকর্ষণ না করে সেই সময়ই উহা চ্ছেদন করিবার উপযুক্ত সময়। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, বৃক্ষ সকল বসন্তকালে এবং বর্ষাকালেই অধিকতর রসাকর্ষণ করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই, বসন্তের আকর্ষিত রস নামিতে থাকে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে গুঁড়িগুলি নীরস হইয়া পড়ে। বাঙ্গালায় বর্ষার পরিমাণ কিছু অধিক, সুতরাং বর্ষার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকা নিতান্ত ভিজা থাকে এবং তজ্জন্য বর্ষার আকর্ষিত রস বৃক্ষ হইতে নামিতে কিঞ্চিৎ অধিক সময় লাগে। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ঐ রস নামিয়া যায় এবং বৃক্ষ মূল দ্বারা তাদৃশ রসাকর্ষণ করে না। এই জন্য ভারতবর্ষে, জ্যৈষ্ঠ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসই বৃক্ষ চ্ছেদন করিবার উপযুক্ত সময়।

বৃক্ষচ্ছেদন করিয়াই উহাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করা উচিত নহে। কাঁচা কাষ্ঠ শুকাইলে বাঁকিয়া যায় এবং উহাতে শীঘ্র ঘুণ লাগিবার সম্ভব। বৃক্ষের আকার সাধারণতঃ গোল হইয়া থাকে। বৃক্ষ চ্ছেদন করিয়া উহার চারি ধারের নিষ্প্রয়োজনীয় কাষ্ঠগুলি ঝুড়িয়া ফেলিয়া গুঁড়িটি চতুষ্কোণাকার করিয়া রাখা উচিত। গোল কাষ্ঠ উত্তাপে শীঘ্র ফাটিয়া যায় কিন্তু চতুষ্কোণাকার কাষ্ঠ তত সহজে ফাটে না। ঐরূপে প্রস্তুত করিয়া গুঁড়িটি এরূপ স্থানে ও এরূপভাবে রাখা উচিত যেন উহাতে রৌদ্র বা বৃষ্টি না লাগে, উহা মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন না থাকে এবং উহার চারি ধারে

বায়ু লাগিতে পারে। গুঁড়িটি নিতান্ত মোটা হইলে তাহা প্রয়োজন মত দুই তিন বা ততোধিক অংশে চিরিয়া রাখা যাইতে পারে। গুঁড়ি বা কাষ্ঠ-গুলি মাটিতে ফেলিয়া না রাখিয়া দেওয়াল বা অন্য কিছুতে ঠেস দিয়া খাড়া করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এইরূপে কিছু দিন রাখিলে কাষ্ঠের রস শুষ্ক হইয়া যায় এবং তখন উহা গৃহাদিতে ব্যবহারের উপযোগী হইয়া উঠে।

উপরোক্তরূপে কাষ্ঠ কেবলমাত্র বাতাসে শুকাইয়া কার্য্যোপযোগী করা ব্যতীত, এরূপ অনেক উপায় আছে যদ্দ্বারা উহা অতি শীঘ্র এরূপে পাকাইয়া লওয়া যায় যে, উহাতে কোন কালে ঘুণ বা উই লাগে না। কিন্তু ঐ সকল উপায় সাধারণের আয়ত্তাধীন নহে, এই জন্য এস্থলে লিখিত হইল না। কেবল-মাত্র জলে ফেলিয়া পচাইয়া লইলে কাষ্ঠের বল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হয় এবং উহাতে শীঘ্র ঘুণ বা অন্যবিধ পোকা লাগে না। তেঁতুলের জলে কয়েক দিবস ভিজাইয়া রাখিলে, কাষ্ঠে কোন প্রকার কীটের উপদ্রব হইবার সম্ভব থাকে না। আয়তনে ছোট এবং পরিমাণে অল্প হইলে, অনেকেই এইরূপে কাষ্ঠের বল বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারেন।

উৎপত্তি স্থান ও গঠনভেদে এবং দৃঢ়তা, মসৃণতা প্রভৃতি গুণের তার-তম্য হেতু কাষ্ঠ নানা প্রকার। সকল প্রকার কাষ্ঠে, সর্ব্ব প্রকার গুণ নাই বলিয়া, সকল কাষ্ঠ সকল কার্য্যে ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। নরম ও উৎকৃষ্ট পালিস হয় বলিয়া, গাম্ভীর কাষ্ঠ মূর্ত্তি গঠন প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু তাদৃশ শক্ত নহে বলিয়া, কড়ি বরোগা প্রভৃতি উহা দ্বারা ভালরূপ হয় না। বাবলা কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত হইলেও, উহা তাদৃশ বড় হয় না এবং উহাতে বাঁটালি প্রভৃতির কোপ সহজে বসে না, এইজন্য ঐ কাষ্ঠে গাড়ীর চাকা, লাঙ্গল প্রভৃতি মোটা মুটি কার্য্য ভিন্ন, অন্য কিছু হয় না। সাল কাষ্ঠ সেগুণ কাষ্ঠ অপেক্ষা অধিকতর শক্ত হইলেও, মোটা আঁশ বশতঃ উহাতে শেষোক্ত কাষ্ঠের ন্যায় পালিস হয় না, এই জন্য খড়খড়ি, দরজা, টেবিল, আলমারি প্রভৃতি গঠনে সাল কাষ্ঠ প্রায় ব্যবহৃত হয় না। ঘরের কড়ি বরোগা প্রভৃতির ভারবহ শক্তি অধিক থাকার আবশ্যক। সেগুণ কাষ্ঠ অপেক্ষা

সাল কাষ্ঠ অধিক ভার-সহ; এই জন্য কড়ি বরোগা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার পক্ষে সেগুণ কাষ্ঠ অপেক্ষা সাল কাষ্ঠ ভাল।

কাষ্ঠ চিনিয়া লইতে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক করে। উৎকৃষ্ট জাতীয় কাষ্ঠ হইলেই যে, উহা ভাল হইল এরূপ নহে। এরূপ অনেক সাল ও সেগুণ কাষ্ঠ আছে যাহা জাম, নিম্ব প্রভৃতি কাষ্ঠ অপেক্ষাও হীন-বল। কাষ্ঠ পরীক্ষা করিবার কয়েকটী নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

১। যে কোন জাতীয় কাষ্ঠ হউক না কেন, প্রথমে দেখিতে হইবে যে, উহাতে গাঁইট, ফোঁপরা ও মাজা আছে কি না। ফোঁপরা এবং মাজা ও গাঁইট ওয়ালা কাষ্ঠ নিতান্ত হীন-বল।

২। অনেক সাল ও সেগুণ কাষ্ঠে "ভোবরা বিঁধ" থাকে। সামান্য ভোবরা বিঁধ যদিও মাজা বা গাঁইটের ন্যায় অনিষ্ট-কর নহে, তথাপি যতদূর পারা যায় ভোবরা বিঁধযুক্ত কাষ্ঠ পরিত্যাগ করাই উচিত।

৩। কাষ্ঠের আঁশ যত সরু ও পরস্পর দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকিবে ততই ভাল। মোটা ও শিথিল আঁশযুক্ত কাষ্ঠ তাদৃশ শক্ত নহে।

৪। যে জাতীয় ও যে কোন বর্ণের কাষ্ঠ হউক না কেন, উহার যে কোন স্থানে কাটিলে তথাকার বর্ণ উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। ফেকাসে ও তেজ-হীন বর্ণ, কাষ্ঠের বল-হীনতার প্রকাশক। নিম্ব, কাঁঠাল প্রভৃতির ন্যায় যদি কাষ্ঠের বিশেষ কোন বর্ণ থাকে, তাহা হইলে ঐ বর্ণ যত গাঢ় হইবে, ঐ কাষ্ঠ তত অধিক শক্ত হইবে।

৫। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, যে, সমুদয় বৃক্ষই উহাদের চারি ধারে প্রতি বৎসর নূতন কাষ্ঠের উৎপত্তি হওয়ায়, পরিবর্দ্ধিত হয়। কাষ্ঠের ছে-মুখ দেখিলে, এই বাৎসরিক বৃদ্ধির পরিমাণ লক্ষিত হইয়া থাকে। বাৎসরিক বৃদ্ধির পরিমাণ যত কম হইবে, কাষ্ঠ তত অধিক শক্ত হইবে। কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এই জন্য উহাদের কাষ্ঠ তাদৃশ শক্ত নহে। কিন্তু তাল প্রভৃতি বৃক্ষ বাড়িতে অনেক সময় লাগে, এই জন্য উহারা অত্যন্ত ভার-সহ।

৬। যে সকল বৃক্ষে আটা আছে, ঐ সকল বৃক্ষের বয়স যত অধিক হয়,

উহার অভ্যন্তরের আটা তত কমিয়া যায়। এই জন্য আটাযুক্ত কাষ্ঠের অভ্যন্তরে যত অল্প পরিমাণ আটা থাকিবে উহা তত অধিক শক্ত হইবে। যে সকল গাছের আটা নাই, উহাদের অভ্যন্তরে যত অল্প রস থাকিবে, উহাদের কাষ্ঠ তত অধিক দৃঢ় হইবে।

৭। এক জাতীয় দুইটী কাষ্ঠের মধ্যে, যেটি অধিকতর ভারী হইবে, সেইটি অপরটির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

৮। দীর্ঘকালীয় বৃক্ষ হইলে, অনেক সময়ে উহার অভ্যন্তরে ফোঁপরা হইয়া যায়। কখন কখন ঐ ফোঁপরা মধ্যস্থলের কিয়দংশে মাত্র হইয়া থাকে, সুতরাং বৃক্ষ চ্ছেদন করিলে হয় ত উহা লক্ষিত হয় না। কিন্তু ভিতরে অধিক পরিমাণে ফোঁপরা থাকিলে, উপরে মুদ্গর প্রভৃতির দ্বারা আঘাত করিলে, শব্দ দ্বারা ঐ ফোঁপরা অনুভব করা যায়। ফোপরা অল্প হইলে, উপরের আঘাত দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। বৃক্ষের মধ্যস্থলেই প্রথমে মাজা ও ফোঁপরা হয়। এই জন্য সকল গুঁড়িরই প্রথমে মধ্যস্থলে লম্বা-লম্বি চিরিয়া ফেলা উচিত। যাঁহারা কাষ্ঠের গোলা হইতে কড়ি বরোগা প্রভৃতি ক্রয় করেন, তাঁহাদের দেখিয়া লওয়া উচিত যেন গোলাওয়ালা, গুঁড়ির ঠিক মধ্যস্থল কোন কড়ির মধ্যস্থলে রাখিয়া না দেয়। ঠিক মধ্যস্থলে চিরিলে পাছে মাজা বা ফোঁপরা বাহির হইয়া, কাষ্ঠের অধিকাংশ বাতিল হয়, এই ভয়ে অনেক গোলাওয়ালা গুঁড়ির (Log.) মধ্যস্থলে না চিরিয়া, উহার দুই পার্শ্ব হইতে কাষ্ঠ বাহির করিয়া লইয়া মধ্যস্থলটী দ্বারা মোটা মোটা কড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। যদি উক্ত কাষ্ঠের মধ্যস্থলে মাজা বা ফোঁপরা থাকে তাহা হইলে উহা কড়ির মধ্যস্থলে থাকিয়া যায়, সুতরাং খরিদদার উহা দেখিতে পান না।

কাষ্ঠ, ঘন ফুট হিসাবে বিক্রয় হইয়া থাকে। পঞ্চাশ ঘনফুটে এক টন হয়। বাহাদুরি কাষ্ঠাদির দর টন হিসাবেই হয়। গোলাওয়ালারা ইঞ্চ হিসাবে কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট কাষ্ঠের দর জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা, এক পাই ইঞ্চ, দেড়পাই ইঞ্চ, এইরূপে দর বলিয়া থাকেন। এক পাই ইঞ্চ বলিলে বুঝিতে হইবে, যে এক ইঞ্চ চৌড়া, একইঞ্চ পুরু ও

একফুট লম্বা কাষ্ঠের দর এক পয়সা। এইরূপ একশত চুয়াল্লিস ইঞ্চে এক ঘনফুট হইবে।

কাষ্ঠের দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধ এই তিনটী গুণ করিলেই, উহার পরিমাণ পাওয়া যায়। গোলাকার ও ক্রমঃসরু গুঁড়ি মাপিত হইলে, উহার অগ্রভাগ ও গোড়ার পরিধি মাপিতে হইবে। পরে ঐ উভয় পরিধির সমষ্টির এক অষ্টমাংশে বর্গফল বাহির করিয়া, গুঁড়ির দৈর্ঘ্য দ্বারা গুণ করিলেই উহার পরিমাণ নিরূপিত হইবে। মনে কর একটী গুঁড়ির দৈর্ঘ্য=১৫ ফুট, অগ্রভাগের পরিধি=৭ ফুট এবং গোড়ার পরিধি=৯ ফুট। উহার পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইবে।

৯ ফুট × ৭ ফুট = ১৬ ফুট
১৬/৮ = ২ ফুট ; ২² = ৪ বর্গফুট
১৫ ফুট × ৪ বর্গফুট = ৬০ ঘনফুট
= ১ টন ১০ ফুট

শুষ্ক স্থানে থাকিলে এবং উহার চতুর্দ্দিকে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারিলে কাষ্ঠ শীঘ্র নষ্ট হয় না। কেবলমাত্র ভিজাস্থানে রাখিলেও উহা তত শীঘ্র নষ্ট হয় না, কিন্তু যে কাষ্ঠ কখনও বা জলে ভিজে এবং কখনও বা রৌদ্রে শুকায় উহা শীঘ্র পচিয়া যায়। এই জন্য ঘরের খুঁটি প্রভৃতির যে অংশ অধিক মৃত্তিকার নীচে থাকে ঐ অংশ সহসা পচিয়া যায় না, কিন্তু উহার যে অংশ মৃত্তিকার উপরিভাগের ভিতর পোতা থাকে ঐ মৃত্তিকা কখনও বা ভিজা থাকায় এবং কখনও বা রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, খুঁটির ঐ অংশ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প সময়ের মধ্যে পচিয়া যায়। দরজার চৌকাষ্ঠের নিম্নের গোবরাটখানি এই কারণে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকিলে অনেক কাষ্ঠ শীঘ্র উই বা অন্যবিধ কীট দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হীন-বল হইয়া পড়ে। পরীক্ষা দ্বারা জানাগিয়াছে যে, সাল, সেগুণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি কয়েক প্রকার কাষ্ঠে শীঘ্র উই লাগে না। সালকাষ্ঠ অপেক্ষা সেগুণ কাষ্ঠে উই ধরিতে আরও অধিক সময় লাগে। কাষ্ঠে উই লাগিলে, ঐ স্থান তুঁতের জল দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া, তথায় টার্পিন তৈল মাখাইয়া দিলে, উই লাগা নিবারণ হয়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে সাল ও সেগুণ কাষ্ঠই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ব্যয় লাঘবার্থে অথবা দুষ্প্রাপ্য বশতঃ অনেক স্থানে তাল, কাঁঠাল, নিম্ব, জাম, আম্র প্রভৃতি নানা প্রকার স্থানীয় কাষ্ঠও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে বলানুক্রমে কতিপয় কাষ্ঠের তালিকা প্রদত্ত হইল।

কাষ্ঠের নাম।		বলের পরিমাণ।
সুন্দরী কাষ্ঠ	...	১০১৮
তালকাষ্ঠ	...	৯৪৪
সালকাষ্ঠ	...	৮৮০
অর্জ্জুনকাষ্ঠ	...	৮২০
সেগুণ কাষ্ঠ	...	৮১৪
শিশু কাষ্ঠ	...	৮০৭
কাঁঠাল কাষ্ঠ	...	৭৮৮
নিম্ব কাষ্ঠ	...	৭৩৬
সিরিস কাষ্ঠ	...	৬৬২
জারুল কাষ্ঠ	...	৬৩৯
আম্র কাষ্ঠ	...	৫৯৬
তুন কাষ্ঠ	...	৫৬০
পিপুল কাষ্ঠ	...	৫২১

গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে জানালা, দরজা, খড়খড়ি, ঝিলমিল, কড়ি, বরোগা প্রভৃতিই সাধারণতঃ প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয়। এই সকলের মধ্যে জানালা দরজা প্রভৃতির কাষ্ঠ উপযুক্ত মাপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরু হইলে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ঘরের কড়ির উপর অনেক ভার থাকে; উহা মাপে কম হইলে মধ্যস্থলে নত হইয়া পড়ে ও ক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভব। কড়ির আয়তন স্থির করিতে হইলে, উহা কি কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইবে, ঘরের প্রস্থ কত, কত ফুট অন্তর কড়ি স্থাপিত হইবে, ছাদের উপর কিরূপ ভার থাকিবার সম্ভব, ইত্যাদি বিষয় পূর্ব্বে অবগত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু পূর্ত্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা না থাকিলে, ঐ সকল জানিলেও সকলে কড়ির মাপ নির্ণয় করিতে পারেন না। সাধারণের সুবিধার জন্য, আমরা নিম্নে একটী তালিকা দিলাম। উহাতে ঘরের প্রস্থের ন্যূনাধিক্য ও কাষ্ঠের বলের তারতম্য অনুসারে কড়ির আয়তন নির্ণয় করা হইয়াছে। কড়িগুলি তিন ফুট অন্তর বসাইতে হইবে এবং ছাদের উপর গায় গায় লোক দাঁড়াইলে যত ভার হয় তাহার অপেক্ষা দশগুণ ভার পড়িলেও কড়ি ভাঙ্গিয়া বা নত হইয়া যাইবে না।

কড়িকাষ্ঠের আয়তনের তালিকা।

(এই তালিকায় ঘরের প্রস্থগুলি ফুটে এবং কড়ির মাপ ইঞ্চে লিখিত হইল।)

ঘরের প্রস্থ।

কাষ্ঠের নাম।	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
সুন্দরী কাষ্ঠ—	২৸+৪,	৩।+৪।,	৩॥+৫।,	৪×৫৸,	৪।+৬,	৪৸+৬৸,	৫+৭।,	৫॥+৭৸								
তাল কাষ্ঠ—	২৸+৪,	৩॥+৪॥,	৩॥+৫॥,	৪+৬,	৪॥+৬॥,	৫+৭,	৫।+৭।,	৫৸+৭৸,								
সাল কাষ্ঠ—	৩+৪,	৩॥+৪৸	৩।+৫৸	৪।+৬	৪।+৬৸	৫+৭	৫।+৭॥	৬+৮	৬+৮॥	৬+৯	৬।+৯৸	৭+১০	৭॥+১০৸	৭৸+১০৸	৮+১০৸	৮+১০৸
সেগুণ ও শিশুকাষ্ঠ—	৩+৪।	৩॥+৫	৩৸+৫৸	৪+৬।	৪৸+৬৸	৫+৭।	৫॥+৭৸	৬+৮।	৬+৮৸	৬।+৯॥	৬॥+১০	৭॥+১০	৭৸+১০৸	৮+১০৸	৮+১০৸	৮+১০৸
কাঁঠাল কাষ্ঠ—	৩+৪।,	৩॥+৫,	৩৸+৬,	৪।+৬।,	৫+৬৸,	৫।+৭।,	৫৸+৭৸,	৬+৮।,								
নিম্ব কাষ্ঠ—	৩+৪॥,	৩৸+৫,	৩৸+৬,	৪।+৬॥,	৫+৭,	৫॥+৭॥,	৬+৮,	৬+৮॥,								
সিরিস কাষ্ঠ—	৩।+৪॥,	৪+৫।,	৪।+৬,	৪॥+৬৸,	৫+৭।,	৫॥+৬৸,	৬+৮॥,	৬+৯,								
জাম কাষ্ঠ—	৩।+৪৸,	৪+৫॥,	৪।+৬।,	৪॥+৭,	৫+৭॥,	৫৸+৮,	৬+৮৸,	৬।+৯।,								

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে [illegible] যোগ।
অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। [illegible]
স্থানে তাল, কাঁঠাল, নি[illegible]ক পরিমাণ পাল্‌তে মাদারের রসে কিঞ্চিৎ
[illegible] হইয়া [illegible]য়া সেবন করিবে।

খেজুর পাতার রস বাহির করিয়া তাহাতে অল্পমাত্রায় মধু দিয়া সেবনে কৃমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাতে বাসী পেটে বিড়ঙ্গের সাঁশ ও মধু একত্র করিয়া সেবন করিবে।

উকুন।—ধূতূরার পাতার রস মাথায় মাখিলে উকুন মরিয়া যায়।

নারিকেল তৈলে কর্পূর মিশাইয়া আগুণে ফুটাইলে সেই তৈল কিছু দিন ব্যবহার করিলে উকুন মরিয়া যায়।

নালিতা শাকের বীজ আর কাঁজি এক সঙ্গে পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে উকুন মরিয়া যাইবে।

ধূতূরা কিম্বা বিড়ঙ্গ তৈল কিছু দিন মস্তকে মাখিলে উকুন বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মন্দাগ্নি।—হরীতকী, পিপুল, চিতার মূল এবং সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক দ্রব্য সমান পরিমাণ লইয়া গরম জলে গুলিয়া কিছুদিন সেবন করিলে মন্দাগ্নি ভাল হয়।

লবণ জলে গুলিয়া পান করিলে উদরস্তব্ধ ভাল হইয়া থাকে।

পিত্তাতীসার।—পিত্ত মিশ্রিত ভেদ হইলে মুথা, ইন্দ্রযব এবং কুটজ ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ সেবন ব্যবস্থা।

ধনে, পল্‌তা এবং যব প্রত্যেক দ্রব্য সম পরিমাণ লইয়া তাহার ক্বাথ বাহির করিবে এবং তাহাতে মধু ও চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে পিত্তমিশ্রিত ভেদ ভাল হইয়া থাকে।

ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, আতৈষ, মুথা এবং বচ প্রত্যেক দ্রব্য সম পরিমাণ লইয়া চালনী জলে বাটিয়া সেবন ব্যবস্থা।

বেদনা।—শরীরের কোন স্থানে হটাৎ বেদনা ধরিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইলে আদার রসে কর্পূর দিয়া গরম করিয়া সেই স্থানে দিলে ভাল হয়।

অশ্বের ক্ষত।—ঘোড়ার পীঠে ঘা হইলে সেই স্থানে নীলবড়ি গুলিয়া দিবে।

মসুরীর দাইল বাটিয়া অশ্বের ক্ষ[illegible]
হয়।

আধ কপালে মাথা বেদনা।—লবণ ও থানকুনির [illegible]
যেদিকে মাথা ধরে সেই দিকে প্রলেপ দিলে আরাম হয়।

পূর্ব্ব দিন ধনে ও কর্পূর জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন তদ্বারা নাক মুখ ধৌত করিবে।

যে ধারে মাথা ধরে, সেই ধারের বাহু কসিয়া বাঁধিলে তৎক্ষণাৎ আরাম হইয়া থাকে।

ফোড়া।—পুঁই শাকের পাতার উপরিভাগে গব্য ঘৃত মাখাইয়া গরম করত ফোড়ার উপর দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

পিরঃশূল।—আমানির সহিত আলকুশীর মূল বেদনা স্থলে মর্দ্দন করিলে শিরঃশূল ভাল হয়।

পেটারির মূল বাটিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিতে হয়।

একটী পাতী কিম্বা কাগজীলেবুর সহিত কিছু লোণা মাটী লইয়া গোবরের ভিতর করিয়া পোড়াইবে। পরে সেই মাটীর সহিত লেবু মিশাইয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিবে।

অম্লপিত্ত।—ভোজনকালে নিম ও তেজপাতা এক সঙ্গে বাটিয়া আহার করিলে আরাম হইয়া থাকে।

ভোজনকালে কেশুরিয়া বাটিয়া খাইলে উপকার হয়।

কুড়চীর মূল ও লেবু লবণের সহিত খালি পেটে প্রাতে খাইলে অম্লপিত্ত ভাল হয়।

হিক্কা।—শীতল জল পান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

অন্যমনস্ক হইলে হটাৎ সারিয়া থাকে।

খানিকক্ষণ দম বন্ধ করিয়া থাকিলে সহজে নিবারণ হয়।

নাভির চারি আঙুল উপর হইতে বুকের কড়া পর্য্যন্ত একখানি কাপড় কষিয়া বাঁধিলে উপকার হইয়া থাকে।

...ক ...ল ভাল হইয়া থাকে।

...নস্ত দ্বারা ঘন ঘন হাঁচিলে গীঘ্র উপশম হইতে পারে।

...ঔষধ কয়টী সহজ হিক্কা রোগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

বিবিধতত্ত্ব।

অনেক দিন পর্য্যন্ত ফুল টাট্‌কা রাখিতে হইলে নিম্ন লিখিত উপায়টি অবলম্বন কর।

কোন একটি পাত্রে কাঠের কয়লার গুঁড়া অথবা লবণ অল্প পরিমাণ জলে মিশাইয়া সেই জলে ফুলের বোঁটা ডুবাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত উহা অবিকৃত থাকে।

ছুরী চাক্‌চিক্যশালী ও ধারাল রাখিতে হইলে একটী বাক্সে গুঁড়া চূণে উহা ডুবাইয়া রাখিবে কিন্তু বাঁটে যেন চূণ না লাগে, কারণ চূণে উহা খারাপ হইয়া যায়।

কাচ কিম্বা চীনের বোতলে খাঁটি মধু রাখিয়া তন্মধ্যে সুপক্ক ফল পূরিয়া বোতলের মুখ আঁটিয়া দেও, অন্যূন এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ফল টাট্‌কা থাকিবে পচিবে না।

সহজ উপায়ে পমেটম প্রস্তুত করিতে হইলে শূকরের বসা অর্থাৎ চর্ব্বি আগুণে গলাইয়া পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপ ধৌত করিবে। অনন্তর তাহা এক খানি কাচ বা চীনের রেকাবিতে এক বুরুল পুরু করিয়া ঢালিয়া তাহাতে বেল, জাতি, জুঁই, গোলাপ, এবং সেঁউতি প্রভৃতি সুগন্ধবিশিষ্ট পুষ্প সমূহ ছড়াইয়া তিন চারি দিন পর্য্যন্ত রাখিবে। পরে ফুল ফেলিয়া দিয়া তাহা তুলিয়া লইলেই সুগন্ধযুক্ত পমেটম প্রস্তুত হইল।
